POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

## আল্লাহ্‌র বাণী

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ (سورة التوبہ:6)

এবং যদি মোশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন জাতি যাহারা কিছুই অবগত নহে।

(তওবা: ৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 37

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 Sep, 2025 18 রবিউল আওয়াল-1447 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

### পশু বন্ধক রাখা

২৫১৮) হযরত আবু জার (গাফফারী) রাজিআল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করি যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি?' তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদ করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি বললাম, গোলামদের মধ্য থেকে কোন গোলাম মুক্ত করে দেওয়া উত্তম? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, যেটির মূল্য সর্বাধিক এবং মালিকের কাছে সব থেকে প্রিয়। আমি বললাম, আমি যদি এমনটি করতে না পারি? তিনি (সা.) বললেন, তবে কোন কর্মহীন সাহায্য করে তাকে কাজের ব্যবস্থা করে দাও অথবা কোন অদক্ষ ব্যক্তি, যে কিনা উপার্জন করতে পারে না, তাকে উপার্জন করতে সাহায্য কর। তিনি বললেন, আমি যদি এটিও না করতে পারি? আঁ হযরত (সা.) বললেন, তবে মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক, কেননা এটি সদকা হবে যা তুমি নিজের জন্য করবে।

২৫২৮) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য আমার উম্মতের সেই কুমন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেছেন যা তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি বাস্তবায়িত হয় বা প্রকাশিত হয়।

২৫১২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- বন্ধক রাখা পশুর সওয়ারী করা উচিত, কেননা তাকে খাওয়ানোর জন্য খরচ করতে হয়। অনুরূপভাবে দুগ্ধদানকারী পশুও যদি বন্ধক থাকে তবে তার দুধ দোহন করা উচিত। কেননা তাকেও খাদ্য খাওয়াতে হয়। আর যে ব্যক্তি পশুর দুধ খায় এবং সওয়ারী করে, সে পশুর খাদ্যের খরচ বহন করবে।

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

## "ইসতেগফার নিয়মিত পড়। মানুষের দুঃখ-বেদনা লাঘব করার এটা একটা পন্থা। "

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র

### আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি হল ইসতেগফার

এক ব্যক্তি নিজের ঋণের বিষয়ে দোয়ার জন্য নিবেদন করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"ইসতেগফার নিয়মিত পড়। মানুষের দুঃখ-বেদনা লাঘব করার এটা একটা পন্থা। "

এক ব্যক্তিকে ইসতেগফার পাঠ করার উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি হল ইসতেগফার।

### কুরআন শরীফে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তার জামাতের কথা উল্লেখ রয়েছে

তিনি (আ.) বলেন: "কুরআন শরীফে চারটি সূরা অনেক বেশি পাঠ করা হয়। এই সূরাগুলিতে প্রতিশ্রুত মসীহর জামাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। (১)সূরা ফাতেহা, যা প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা হয়। এই সূরায় আমার দাবির প্রমাণ রয়েছে। যেমনটি এর ব্যাখ্যায় প্রমাণ করা হবে। (২) সূরা জুমআ, যেখানে 'আখারীনা মিনহুম' আয়াতটি প্রতিশ্রুতি মসীহর জামাত সম্পর্কে। এই সূরা প্রত্যেক জুমআয় পাঠ করা হয়। (৩) সূরা কাহাফ, যে সূরাটি রসুল করীম (সা.) পড়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। এই সূরায় প্রথম ও শেষের দশটি আয়াতে দাজ্জালের উল্লেখ রয়েছে। (৪) কুরআন করীমের শেষ সূরা যেখানে দাজ্জালের নাম রাখা হয়েছে 'খান্নাস'। হিব্রু ভাষায় তওরাতে দাজ্জাল সম্পর্কে এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'নাহাশ'। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফের অন্যান্য স্থানেও একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

**মানুষ যদি স্থায়ীভাবে ইবাদত করে, তবে অন্যান্য পুণ্যকর্মগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত হতে শুরু করে। কিন্তু এর অর্থ কেবল ফরজ নামায পড়া নয়, বরং যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহাজ্জুদ ও নফল আদায়ের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অনুরূপভাবে বিশ্বস্ততা,**

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা মোমেনুন-এর আয়াত ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক রাতে চল্লিশ হাজার আরবী ভাষার মূলশব্দ শেখানো হয়েছে। এটিই সেই বিপ্লব ছিল যা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই বিপ্লব দেখে ছেলেরা যদি স্কুলে পড়া ছেড়ে দেয় এবং এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, ফিরিশতা এসে তাদেরকে ষাট হাজার আরবী মূলশব্দ শিখিয়ে যাবে, তবে তাদেরকে কে বুদ্ধিমান বলবে? বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় না, বরং বিপ্লব নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়; কিন্তু বিবর্তন ও একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীর গতিতে এবং ভালবাসা দিয়ে। লক্ষ লক্ষ দিনের মধ্যে কোন একদিনে বিপ্লব ঘটে। বাকি অন্য দিনগুলিতে পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষ চেষ্টা, পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে পরের অবস্থায় পৌঁছে যায়। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর এবং ক্রম পরিবর্তন সর্বদা নফল এবং যিকরে ইলাহি, চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা হয়। মানুষ যখন আত্মপর্যালোচনা করে, তখন সে চিন্তা করবে, যদি কেউ আমাকে গালি দেয়, তবে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করব কিভাবে? সে জুলুম করলে কিভাবে তার জুলুম সহ্য করব? কেউ যদি বৃথা কথা বলে তবে আমি নিজের মুখকে কিভাবে বন্ধ রাখব? সে এই কথাগুলি চিন্তা করলে ধীরে ধীরে তার আত্মা পুর্ণতা লাভ করতে থাকবে। এক্ষেত্রে যদি বিপ্লব আসে তবে প্রথম দিনই সে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল পড়তে শুরু করে। সে তৎক্ষণাত অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং মিথ্য বচন থেকে বিরত হয়। কিন্তু এটা এজন্য হয় না যে, তার মধ্যে ধাপে ধাপে পরিবর্তন আসে এবং তার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম প্রয়োজন।কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, সাধারণত এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয় না, যে দিকে আল্লাহ্ এই আয়াতসমূহে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর বিপ্লবের অপেক্ষায় মানুষ বসেই আছে, অথচ তাদের মধ্যে কখনও যদি কোন পরিবর্তন আসে তা ক্রমান্বয়ে আসবে আর এর জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন হবে। এই উদ্দেশ্যে মূলত প্রয়োজন, নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা এবং ইবাদতে স্থায়ীত্ব নিয়ে আসা। মানুষ যদি স্থায়ীভাবে ইবাদত করে, তবে অন্যান্য পুণ্যকর্মগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত হতে শুরু করে। কিন্তু এর অর্থ কেবল ফরজ নামায পড়া নয়, বরং যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহাজ্জুদ ও নফল আদায়ের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অনুরূপভাবে বিশ্বস্ততা, সততা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, দরিদ্রদের লালন করা এবং ক্ষমাপরায়নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এইসব পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করলে মানুষ এত বেশি উন্নতি করে যে, অবশেষে সে এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে এবং মানবজন্ম উৎকর্ষের শিখরে উপনীত হয়।"

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৩-১৪৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# জুমআর খুতবা

**এই তিনটি দিন ছিল অত্যন্ত বরকতময় এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী দিন। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে এই তিন দিনে তাঁর অগণিত অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন এবং জলসাকে সকল দিক থেকে বরকতময় করেছেন আর জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে শেষ হয়েছে।**

**এবার এমটিএ (যেমনটি আমি পূর্বেও জলসার শেষ দিন ঘোষণা করেছিলাম যে,) বিশ্বের প্রায় ছাপ্পান্নটি দেশে একশ উনিশটি কেন্দ্রের সাথে জলসাকে সংযুক্ত করেছে।**

**এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহের মাঝে একটি অত্যন্ত বড়ো অনুগ্রহ যা তিনি আহমদীয়া জামা'তের প্রতি করেছেন যে, এসব নিত্য নুতন আবিষ্কারের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বের আহমদীদের একত্রিত করে দিয়েছেন। উম্মতে ওয়াহেদা তথা এক উম্মত হবার এমন দৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না।**

**এখানে এই বিষয়টিও সকল অংশগ্রহণকারীর মনে রাখা উচিত, একদিকে যেমন তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন, সেইসাথে কর্মীদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। এই বিষয়ের কৃতজ্ঞতা করবেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কর্মীদের কাজে সুবিধা সৃষ্টি করেছেন, তাদের অসুবিধা দূর করেছেন, তাদের প্রতিটি কাজে উন্নতি সৃষ্টি করার এবং তাদের যথাসম্ভব অধিক লোকের সেবা করার সামর্থ্য দিয়েছেন আর এভাবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরো অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ এবং উন্নত উপকরণ হস্তগত হয়েছে।**

**পুরুষদের জলসাগাহেও এবং মহিলাদের জলসাগাহেও কর্মীদের মধ্যে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, মহিলা-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত; সবাই নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার তওফীক লাভ করেছে এবং এই সমস্ত লোকেরাও অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য।**

**বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের নিকট জলসা সালানার প্রচার হয়েছে এবং আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেছে।**

**জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী সম্মানীয় অতিথিবর্গের অভিমত**

**মাননীয় আব্দুল করীম জামাল জোওদা সাহেব (ফিলিস্তিন)-এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব**

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১ লা আগস্ট, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১ যহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন গত রবিবার আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা সমাপ্ত হয়েছে। এই তিনটি দিন ছিল অত্যন্ত বরকতময় এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী দিন। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে এই তিন দিনে তাঁর অগণিত অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন এবং জলসাকে সকল দিক থেকে বরকতময় করেছেন আর জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে শেষ হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আবহাওয়াও ভালো ছিল এবং সমস্ত কর্মসূচি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জলসার মূল কার্যক্রম অর্থাৎ বক্তৃতামালা এবং অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি তবলীগী ও তথ্যগত দিক থেকে বিভিন্ন বিভাগ যে-সব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে অমুসলিমদের ওপর সেগুলোরও বেশ ভালো প্রভাব পড়েছে এবং অধিকাংশ আহমদীর জন্যও নিজেদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করার সৌভাগ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে এমটিএ-ও জলসার কার্যক্রমের মধ্যবর্তী বিরতিতে বিভিন্ন তথ্যবহুল অনুষ্ঠান দেখিয়েছে এবং তথ্য প্রদান করেছে, মানুষ জনের ওপর যার খুব ভালো প্রভাব পড়েছে। অন্যান্য দেশে বসে থাকা আহমদীরাও এটি খুব পছন্দ করেছে যে, আমরাও অনেক নতুন নতুন বিষয় জানতে পেরেছি। অনুরূপভাবে এবার এমটিএ (যেমনটি আমি পূর্বেও জলসার শেষ দিন ঘোষণা করেছিলাম যে,) বিশ্বের প্রায় ছাপ্পান্নটি দেশে একশ উনিশটি কেন্দ্রের সাথে জলসাকে সংযুক্ত করেছে।

এই যোগাযোগের মাধ্যমে উভয় দিক থেকে মানুষ একে অপরকে দেখতে পারছিল; আমরা এখান থেকে তাদের দেখতে পারছিলাম এবং তারা সেখান থেকে সরাসরি আমাদের দেখতে পাচ্ছিল। এটি শুধু টিভির সম্প্রচার ছিল না যা তারা শুনছিল, বরং সরাসরি যোগাযোগও ছিল, যার খুবই গভীর ও ভালো প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাব শুধু এখানে উপস্থিত লোকেরাই অনুভব করে নি, (এখানকার লোকেরাও এটি খুবই পছন্দ করেছে;) বরং বিভিন্ন দেশে বসে জলসা শ্রবণকারীদের আবেগ ও অনুভূতিও এটিই ছিল যে, তারা যেন জলসার তাঁবুতে বসেই জলসা শুনছে, অথচ তারা হাজার হাজার মাইল দূরে বসে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে তাদেরকে এমনভাবে জলসা শোনার সৌভাগ্য দান করেছেন যে, তারা নিজেদেরকে সেখানেই উপস্থিত মনে করছিল। সুতরাং এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহের মাঝে একটি অত্যন্ত বড়ো অনুগ্রহ যা তিনি আহমদীয়া জামা'তের প্রতি করেছেন যে, এসব নিত্য নুতন আবিষ্কারের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বের আহমদীদের একত্রিত করে দিয়েছেন। উম্মতে ওয়াহেদা তথা এক উম্মত হবার এমন দৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না।

অধিকাংশ লোক এই কথাই বলেছে যে, এবার সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনাও গত বছরগুলোর তুলনায় অনেক ভালো ছিল এবং অনেকে এর বহিঃপ্রকাশও করেছে। এখানে অংশগ্রহণকারীরাও এবং টিভিতে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান উপভোগকারীরাও একথাই বলেছে। একটি বিশেষ পরিবেশ ছিল আর এগুলো সবই আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ অনুগ্রহ, যা সবাই বিশেষভাবে অনুভব করছিল যে, জলসায় আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বরকত অবতীর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হও; আর যখন তোমরা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তখন আমি তোমাদের আরো বেশি নিজ অনুগ্রহে ভূষিত করব এবং আরো বেশি অনুগ্রহ তোমাদের ওপর বর্ষণ করব। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (সূরা ইবরাহীম: ০৮) অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশি দান করব।সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহের আরো বেশি উত্তরাধিকারী হবার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা নিজের সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (সূরা বাকারা: ১৫৯) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং সর্বজ্ঞ। যখন আল্লাহ্ তা'লার জন্য শুকর বা কৃতজ্ঞতা শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তা গুণগ্রাহিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা কৃতজ্ঞদের মূল্যায়ন করেন এবং এই গুণের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের আরো দানে ভূষিত করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা হলেন মালিক, তিনি বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তো করবেন না, বরং সেটির মূল্যায়ন করাই সেই কৃতজ্ঞতার মূল্যায়ন করা যা বান্দারা করছে। সুতরাং তিনি জ্ঞানও রাখেন এবং তিনি জানেন, কে প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ। যদি কৃতজ্ঞতা প্রকৃত হয় তবে তিনি আরো দানে ভূষিত করতে থাকবেন। এটি শুধু কথার কথা হওয়া উচিত নয়, বরং কৃতজ্ঞতার একটি প্রেরণা থাকা উচিত। আর এই প্রেরণা আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে জামা'তে অনেক সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তা অনবরত বৃদ্ধি করতে থাকুন।

এখানে এই বিষয়টিও সকল অংশগ্রহণকারীর মনে রাখা উচিত, একদিকে যেমন তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন, সেইসাথে কর্মীদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। এই বিষয়ের কৃতজ্ঞতা করবেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কর্মীদের কাজে সুবিধা সৃষ্টি করেছেন, তাদের অসুবিধা দূর করেছেন, তাদের প্রতিটি কাজে উন্নতি সৃষ্টি করার এবং তাদের যথাসম্ভব অধিক লোকের সেবা করার সামর্থ্য দিয়েছেন আর এভাবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরো অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ এবং উন্নত উপকরণ হস্তগত হয়েছে।

এ বছর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে, যেমনটি আমি জলসার শেষ দিন বলেছিলাম যে, ৪৬ হাজারের অধিক উপস্থিতি ছিল; বরং লাজনার পরের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাদের গণনা সঠিকভাবে হিসাব করা হয় নি; তারা পরে তাদের গণনার যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করলে পুরুষ ও মহিলাদের একত্র করলে মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হয়ে যায়, কারণ তারা বলছে যে, আমরা পঁচিশ হাজার ছিলাম। সুতরাং এই পঞ্চাশ হাজার অংশগ্রহণকারীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কর্মীদের মাধ্যমে তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেছেন। তাদের পরিবহনের ব্যাপারে কষ্ট হয় নি, খাবারের ব্যাপারে কষ্ট হয় নি আর জলসার অনুষ্ঠান শোনার ব্যাপারে কোনো কষ্ট হয় নি এবং তাদের অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ হতে থেকেছে। আবাসনেরও বেশ উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। যে-সব অতিথি জামা'তী আবাসনে থেকেছে তাদের জন্যও উন্নত ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত কাজ যা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে হয়েছে- এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ। এসবের কারণে একদিকে যেমন কর্মীরা কৃতজ্ঞ হবে, অর্থাৎ তারাও এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই সৌভাগ্য দিয়েছেন আর আমাদের কাজের উন্নত ফলাফল দান করেছেন, সেই সাথে অংশগ্রহণকারীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য কীভাবে উপকরণ সরবরাহ করেছেন যে, অসংখ্য লোক, যারা বিভিন্ন শ্রেণী এবং বিভিন্ন শিক্ষাগত মানের অধিকারী ছিল- সবাই রাত দিন এক করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে।

বিভিন্ন বিভাগে, যেমনটি আমি বলেছি, পুরুষদের জলসাগাহেও এবং মহিলাদের জলসাগাহেও কর্মীদের মধ্যে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, মহিলা-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত; সবাই নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার তওফীক লাভ করেছে এবং এই সমস্ত লোকেরাও অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য।

অনুরূপভাবে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকেও বিপুল সংখ্যক খাদেম এসেছিলেন। তারা জলসার আগেও জলসার কাজে সহায়তা করেছেন, জলসা চলাকালীন এবং পরেও গোটানোর কাজে সহায়তা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকেও উত্তম প্রতিদান দিন।একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছিল, কিন্তু তুমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো নি। তখন বান্দা বলবে, হে আল্লাহ্! অনুগ্রহ তো তুমি আমার প্রতি করেছিলে, আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এবং করে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, না, আমি সেই বান্দার মাধ্যমে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তোমার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তাই সেই বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও আবশ্যক।

(মাজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৩৩, হাদীস-১৩৬৩৪)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর বান্দাদের সেসব কাজের এতটাই মর্যাদা দেন যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় যে, তিনি বলেন, তাদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমাদের কাছেও এটাই চান যে, আমরাও যেন আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হই, যেন এরপর এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সম্পূর্ণভাবে কৃতজ্ঞতার পরিবেশ হবে, যেখানে সবদিক থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। আর এই বিষয়টি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

যেমনটি আমি বলেছি, এরা সবাই অর্থাৎ কর্মীরা সবাই কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। অন্যদের ওপরেও এর অনেক প্রভাব রয়েছে; তাদের উৎসাহ দেখে তাদের ওপরেও প্রভাব পড়ে। তারা বিস্মিত হয় যে, কীভাবে শিশুরাও দায়িত্ব পালন করছে, পানি পান করাচ্ছে, রুটি তৈরি, আতিথেয়তা এবং বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্নতার কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কত-না আনন্দের সাথে কাজ করছে!যেসব অভিব্যক্তি পাওয়া গেছে; একটি-দুটি নয়, বরং এখানে আগত অতিথিদের এমন অনেক অভিব্যক্তি রয়েছে যে, (তারা বলে,) আমরা বিভিন্ন কর্মীকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কী কাজ করেন? তাদের কাজ দেখে আমাদের ধারণা ছিল, তারা হয়ত কোনো শ্রমিক ইত্যাদি হবেন। কিন্তু কেউ জানালেন, আমি একটি ফার্মে একজন কর্মকর্তা; কেউ বলেন, আমি শিক্ষকতা করি, কেউ বলে ছেন, আমি পিএইচডির ছাত্র, কেউ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে রেখেছেন। সুতরাং এরূপ প্রেরণা লালনকারী লোকেরা রয়েছেন যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের উপস্থাপন করেন।

সুতরাং এই বিষয়টি এই দাবি করে যে, সকল অংশগ্রহণকারী যেন এই লোকদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়; আর কর্মীদেরও এই বিষয়ে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, যদিও সারা বছর তাদের তবলীগ বা জামা'তের বার্তা পৌঁছানোর সুযোগ সেভাবে লাভ হয় না যেমনটি হওয়া উচিত; কিন্তু এখানে জলসায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন লোকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়; এখানে অমুসলিমরাও আসে, বিভিন্ন দেশ থেকে এমন লোকেরা আসে যাদের জামা'তের সাথে প্রাথমিক পরিচয় থাকে এবং তারা এটা দেখতে আসে যে, সত্যিই কি এই লোকেরা তেমনই-যেমনটি তারা দাবি করে থাকে? আর যখন তারা বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত এই কর্মীদের এভাবে কাজ করতে দেখে যাদের প্রত্যেকে সাধারণ শ্রমিকদের মতো কর্মরত থাকে, তখন তাদেরকে দেখে এদের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। এটি এক নীরব তবলীগ যার বহিঃপ্রকাশও তারা করে থাকে। এই বহিঃপ্রকাশের কয়েকটি উদাহরণ আমি উপস্থাপন করব; কারণ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, অসংখ্য লোক আমার কাছে তাদের মতামত পাঠাচ্ছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলেন।একদিকে যেমন তারা জলসার বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনিভাবে আমাদের কর্মীদের কাজ এবং শিশুদের আচরণ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। সুতরাং এটি নীরব তবলীগ এবং ইসলামের প্রকৃত বার্তা যা আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

একইভাবে যারা নবাগত, অর্থাৎ জামা'তে যোগদানকারী বা যারা প্রথমবার এখানে আসেন, তাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তারা দেখেন যে, কীরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের আতিথেয়তা করা হচ্ছে, কীভাবে এখানকার লোকেরা তাদের সাথে ব্যবহার করছে।সুতরাং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর জন্য আমাদের সবার আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

যেমনটি আমি বলেছি, কিছু অভিব্যক্তি উপস্থাপন করছি।

রোড্রিগ আইল্যান্ড পুলিশ ফোর্সের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার মিস্টার মানুজ লোচান সাহেব এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি পুলিশ কমিশনার এবং ডিভিশনাল কমান্ডার হিসেবে অনেক সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু জলসার দিনগুলোতে আমি যা দেখেছি সেটি সত্যিই একটি দৃষ্টান্তমূলক বিষয় ছিল। তা ছিলব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার এক অমূল্য শিক্ষা। দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতি এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল। প্রত্যেকে অতুলনীয় আত্মনিবেদনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেবা করেছে। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবককে দেখেছি, তার হাতে ক্ষত ছিল, ব্যান্ডেজ লাগানো ছিল, কিন্তু হাসিমুখে অন্যদের সেবা করছিল। তিনি বলেন, আমি চিকিৎসক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পেশার ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। সবাই বিনয় ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে সেবামূলক কাজ করছিলেন। যে ড্রাইভার আমাদেরকে জলসা সালানায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি যখন তার কাছে তার পেশা জানতে

## যুগ ইমামের বাণী

**সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)**

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

চাইলাম তখন তিনি বললেন, তিনি বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করেছেন। আমার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। নিজ সংগঠনের লক্ষ্যের জন্য এমন ভালোবাসা ও বিনয় আমি আমার জীবনে কখনো দেখি নি। অনুষ্ঠান খুব ভালো ছিল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল। প্রতিটি বিষয় আমার ওপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। আমি আমার দেশে ফেরত যাচ্ছি, কিন্তু আমার কাছেআমার সঙ্গী পুলিশ কর্মকর্তা ও পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনেক কিছু রয়েছে, যে-সব স্মৃতি আমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

বেলজিয়ামের একজন অতিথি হ্যান্স তুর সাহেব যিনি মানবাধিকার সংস্থা এইচআরডব্লিউএফ-এর প্রতিনিধি, তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, একটি অসাধারণ সমাবেশের অংশ হওয়াটা আমার জন্য সত্যিই আনন্দের ছিল। এটি শুধুমাত্র একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতাই ছিল না, বরং আপনাদের উষ্ণ আতিথেয়তার কারণে এটি গভীর প্রভাব বিস্তারকারী অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছিল। এত বিরাট পরিসরে একটি সমাবেশ আয়োজন, যেখানেকয়েকদিন পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে- নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ সফলতা। স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি, কীভাবে প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েক মাস পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে। দায়িত্ব বণ্টন করা হয় এবং সদস্যদেরকে সুস্পষ্ট পন্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমার কাছে শুধু ব্যবস্থাপনার দক্ষতাই নয়, বরং এর পেছনে কার্যকর চারিত্রিক ভিত্তিও প্রভাবিত করার মতো মনে হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানকারীরা শুধু নিয়মকানুন স্পষ্ট করত না, বরং আল্লাহ্ র ও মানুষের সেবা, বিনয় এবং সকল অতিথিকে সম্মান করার মতো মূল্যবোধগুলোকে উজ্জীবিত করত। এই মূল্যবোধ প্রতিটি দায়িত্বের মাঝে দৃশ্যমান ছিল। কার পার্কিংয়ে নির্দেশনা প্রদানকারী, টয়লেট পরিষ্কারে নিয়োজিত কর্মী, খাবার পরিবেশনকারী, রেজিস্ট্রেশন কর্মী, নিরাপত্তার দায়িত্বে ব্যাগ তল্লাশিতে নিয়োজিত কর্মী - মোটকথা প্রত্যেক কর্মী নিজেদের দায়িত্বকে মর্যাদা ও সহানুভূতির সাথে পালন করেছে। একজন অআহমদী অতিথি হিসেবে আমি খুবই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা দেখেছি এবং কোনো বড়ো সমস্যার বা সংঘর্ষের মুখোমুখি হই নি বা শুনি নি। এটি থেকে প্রতীয়মান হয়, আপনার জামা'ত শান্তি ও অহিংসার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছে। এরপর তিনি বলেন, আপনার জামা'তের শিক্ষা ও মনস্তাত্বিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলসার মাঝে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং এই পদক্ষেপ ব্যক্তিগত উন্নতি ও জ্ঞানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিচ্ছবি। জলসার সময় আমি বার বার প্রকৃত সহানুভূতির দৃশ্য দেখেছি। পিতা-মাতার নিজ সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি, গ্রুপ লিডারদের নিজনিজ টিমের দেখাশোনা, স্বেচ্ছাসেবকদের স্বেচ্ছায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা, অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও অতিথিদের জিজ্ঞেস করা যে, আপনাদের কী সেবা করতে পারি; সাধারণভাবেও লোকদের নিজেদের দায়িত্বের চেয়ে বেশি সেবা করতে দেখা গেছে। এরপর বলেন, এই সবকিছু দেখে এমন সুন্দর বিস্ময়ে অভিভূত হলাম যে, আপনার জামা'ত আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন ও মেধাগত উৎকর্ষের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। আমি আনন্দিত যে, আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা আজও মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই গুণ পরিত্যাগ করেন নি, বরং সৎ নেতৃত্ব এবং ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রাজিলের প্রাদেশিক সংসদের সদস্য ইউরা মোরা বলেন, জলসায় ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। নামায আদায়ের দৃশ্য খুবই আকর্ষণীয় ছিল, অনুরূপভাবে যে-সকল নযম পাঠ করা হয়েছে তা হৃদয়স্পর্শী ছিল। এটি আমার জন্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল আর আতিথেয়তার বিষয়ে যুগ-খলীফা প্রদত্ত বক্তব্য আমার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এছাড়া আমি এতেও অবাক হয়েছিলাম যে, এটি অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা ছিল আর এখানে ছেচল্লিশ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল। আমি স্বচক্ষে ছোটো ছোটো শিশুদের দেখেছি যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে পানি পান করিয়ে মানুষের সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সৃষ্টির সেবা ও আত্মত্যাগের এই স্পৃহা প্রশিক্ষিত হৃদয়েই থাকতে পারে। এর পাশাপশি তিনি আরো প্রভাবিত হন যে, আহমদীরা প্রকৃত অর্থেই প্রেমময়, ভদ্র এবং আন্তরিক মানুষ আর এটি এমন একটি জামা'ত যা মানুষ, জাতি এবং ধর্মের মাঝে দূরত্ব তৈরি করার পরিবর্তে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে হৃদয়গুলোকে যুক্ত করা শেখায়। আর এটি পুরোপুরি সত্য যে, আহমদীয়া জামা'ত যে শিক্ষার প্রচার করে (তারা) তা পালনকারীও বটে যা পৃথিবীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত। তিনি আরো বলেন, এই বিষয়গুলো দেখে আমার হৃদয়ও অনেক শক্তিশালী হয়েছে আর মানবতার জন্য আমার চিন্তাচেতনা আরো উন্নত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমার ধর্ম বিশ্বাস আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে পৃথক হতে পারে, কিন্তু এই ধর্ম এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে পৃথক করে না বরং ঐক্যবদ্ধ করে। আমি দোয়া করি, আপনারা সর্বদা এই জ্যোতির আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন , ব্রাজিল এবং পুরো পৃথিবীতে আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক। আমি লোকদেরকে, বিশেষ করে ব্রাজিলের জনসাধারণকে বলতে চাই, তারা এসে যেন আহমদীয়া জামা'তকে দেখে যায় যে, বিশ্বজুড়ে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, তাত্ত্বিক এবং মানবতার সেবার ক্ষেত্রে আহমদীরা কীভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করছে।

চিলির রস্টিও কার্টিস সাহেবা ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অধ্যাপিকা। তিনি আন্তঃধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ বছর জলসায় যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার মতো এমন একটি আয়োজন যেখানে এতটা গভীরভাবে সুনিপু ণতার সাথে প্রতিটি ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, এটি অতুলনীয় একটি অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, (জলসার) প্রথম দিন তিনি যতটা সম্ভব কম পানাহার করার চেষ্টা করেছেন যেন ওয়াশরুমে যাবার প্রয়োজন অনুভূত না হয়। তিনি ধারণা করেছিলেন, এত বড়ো সমাবেশের কারণে যেমনটি জাগতিক মেলাসমূহে হয়ে থাকে, নোংরা হয়ে থাকে, (জলসার) ওয়াশরুম ইত্যাদিও নোংরাই হবে এবং ব্যবহারের উপযোগী হবে না, সমস্যা হবে; এই জলসাতেও সেই একই অবস্থা হবে। যাহোক, তিনি যখন (ওয়াশরুমের) প্রয়োজন অনুভব করলেন ; তিনি বলেন, তিনি এটি দেখে হতবাক হয়ে যান । তিনি পরবর্তীতে তার সাথে আমাদের যে প্রতিনিধি ছিলেন তাকে বলেন, আপনাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তার মান অতুলনীয় আর ওয়াশরুমগুলো দেখে মনে হয় যেন সেগুলো কেউ ব্যবহারই করে নি। কতিপয় ব্যক্তি অভিযোগ করেছে যে, ওয়াশরুম নোংরা ছিল; কিন্তু আমাদের আহমদী লোকেরাই এই অভিযোগ করে ছে। যদিও আমি আহমদীদেরকে কয়েকবার বলেছি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে আপনারা নিজেরা সহযোগিতা করুন আর নিজেরা ব্যবহারের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিয়ে আসুন। প্রত্যেক আহমদী যদি এদিকে মনোযোগী হয় তবে এই মান আরো উন্নত হতে পারে। একইভাবে তিনি জামা'তের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্যের উল্লেখ করে বলেন, আমরা ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আগত অআহমদী অতিথিরাও আপনাদের রঙে রঙিন হয়ে গেছি। আপনাদের জলসার পরিবেশের প্রভাবে আমাদের হৃদয়েও এই স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। জলসার পূর্বে আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত ছিলাম না, আর এখন জলসার কল্যাণে এরূপ অনুভূতি জন্মেছে যে, আমরা সবাই একই পরিবারভুক্ত।

বেনিন থেকে একজন নারী অতিথি এসেছিলেন যার নাম চাবি আ'লাম তারো সাহেবা, যিনি সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন আর বর্তমানে জাতীয় সংসদে সভাপতির পলিটিক্যাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এটিই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি এই আধ্যাত্মিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পেরে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অত্যন্ত সুচারুরূপে আয়োজন করেছে। আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। খুবই ভালো নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল, সকল টিমই স্ব স্ব দায়িত্বাবলি সুন্দরভাবে পালন করেছে। আর যুগ-খলীফার বাণীসমূহ এই অনুষ্ঠানকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং আমি অনেক কিছু এখান থেকে শিখে যাচ্ছি। এখানকার জলসা সালানা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধেরও এক প্রতীক; এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ভাই-বোনদের সমাগম ঘটে এবং আল্লাহ্ তা'লা ও পবিত্র কুরআন প্রদত্ত অভিন্ন শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি আরো বলেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং জাতীয় সংসদের সভাপতি ও বেনিনের জনসাধারণের পক্ষ থেকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমাকে এরূপ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং আমার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেছে ও আমার সাথে উত্তম আচরণ করেছে।

## মহান আল্লাহ্‌র বাণী

**তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)**

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

## যুগ ইমামের বাণী

**অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।**

**(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)**

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum,
From Lutful Haque Sb., Kandi ( MSD)

একজন আর্জেন্টাইন অতিথি গাস্তন একামপো, যিনি বর্তমানে পর্তুগালে অবস্থান করছেন, আইপিডিএএল নামকএকটি প্রসিদ্ধ থিঙ্ক ট্যাংক-এর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি ক্যাথলিক, কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতিও আগ্রহ রাখেন। তিনি বলেন, জলসার সময়ে আমার আপনার জামা'তের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখার সুযোগ হয়েছে যেগুলোর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে- আপনাদের যুবকরাও নিজেদের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজ ধর্মীয় শিক্ষার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, আমাদের সমাজের অধিকাংশ হলো নামসর্বস্ব খ্রিষ্টান, যারা নিজ ধর্মীয় শিক্ষার ওপর আমল করে না। অনুরূপভাবে আমাদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ বয়স্ক শ্রেণীর হয়ে থাকে; অথচ আপনাদের জলসায় কেবল অংশগ্রহণকারী নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলিও যুবকদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, একদিকে তো এটি দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু অপরদিকে একজন ক্যাথলিক হিসেবে লজ্জাও বোধ করেছি যে, আমাদের মধ্যে সেই উন্নত নিয়মশৃঙ্খলা নেই যা আপনাদের মধ্যে রয়েছে। আর এরা তাদের খলীফার প্রতি যে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে এবং তাঁর সাথে যে গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে, তা -ও অনুকরণীয়।

ইতালি থেকে আগত একজন অতিথি জর্জিয়া জ্যাকুইলে সাহেবা, যিনি ইতালিতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সরকারি প্রেসিডেন্সি ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম, এটি কেবল একটি ধর্মীয় সম্মেলন হবে, কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। প্রকৃত অর্থেই জলসা সালানা এক আবেগের নাম যা হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এমন অনুভূত হয় যেন এমন এক পৃথিবীতে প্রবেশ করেছি যেখানে ঈমান, ভ্রাতৃত্ব ও আধ্যাত্মিকতা এক-অভিন্ন এবং সবাই পরস্পর গেঁথে আছে। আল্লাহ্ ও মানুষের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের ন্যায় একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো মানুষের একত্রিত হওয়া- আমার জন্য অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী অভিজ্ঞতা ছিল। যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো, উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা। আর এটিও যে, সবকিছুই স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছিল, যাদের মধ্যে শিশু, যুবক, পুরুষ, নারী সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সবাই অত্যন্ত উদার ও শিষ্টাচারপূর্ণ ছিল। এ সবকিছুই আহমদীয়া জামা'তের প্রকৃত বার্তা- শান্তি, সেবা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি আরো বলেন, একটি বিষয় যার চিত্র সর্বদা আমার হৃদয়ে স্থায়ী থাকবে তা হলো দোয়ার মুহূর্ত- যাতে আমি অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছি। সেই নীরবতা ছিল গভীর অর্থবোধক এবং নিবিড় সম্পর্কপূর্ণ অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, আমার জন্য জলসা সালানা কেবল একটি অনুষ্ঠান ছিল না, বরং এটি ছিল আত্মপর্যালোচনা এবং অন্যদের প্রতি আচরণের বিষয়ে চিন্তার খোরাক। অতএব অন্যদের ওপরও জলসার এমন প্রভাব পড়ে থাকে।

কেপ ভার্দে [কাবো ভার্দে] আইল্যান্ড-এর রাজধানী প্রাইয়ার বাসিন্দা মিস্টার ফার্নান্দো পিন্টো সাহেব জলসায় আগমন করেন। তিনি বলেন, জলসা সম্পর্কে আমি আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার বয়স ৬৫ বছর, আর আমি পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু জলসার ন্যায় এত বড়ো এবং সুশৃঙ্খল সম্মেলনে আমি ইতিপূর্বে অংশগ্রহণ করি নি, যেখানে ছেচল্লিশ হাজারের অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করছিল এবং সবাইকে এক পরিবারের অংশ মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, বর্তমানে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রয়োজন। আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, জামা'তে আহমদীয়ার বার্তা যেন আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে এবং আমাদের নেতাদের কাছেও যেন এই বার্তা পৌঁছায় আর আমাদের দেশেও যেন আহমদীয়া জামা'তের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সবগুলো বক্তৃতা শুনেছি যা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে আর এই বার্তা পৃথিবীর সকল নেতাদের শ্রবণ করা উচিত যেন তারাও নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারে।

বেলিজ থেকে আগত একজন নতুন বয়াতকারী আহমদী ইথান মারিয়ানুস সাহেব বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, আমি জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যুগ-খলীফার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব আর আমি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা রাখি। এরপর তিনি বলেন, পশ্চিমা সমাজ আমাদেরকে এটি শেখায় যে, কেউ যদি তোমার কোনো উপকার করে তাহলে তাকে করতে দাও। কিন্তু এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি এই চেষ্টায় রত যেন বেশি বেশি সেবা করতে পারে আর এভাবে বেশি কল্যাণ লাভ করা যায়। প্রত্যেকেই তার নিজ সামর্থ্যের বেশি সেবাদান করে থাকে। এটি দেখে খুবই আনন্দিত হলাম যে, এখানে বয়স বা বংশের কথা বিবেচনা করা হয় না। সবাই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং সেবা করতে চায়। মানুষের সাথে কথা বলে এ বিষয়টি (আমার জন্য) স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে লোকেরা সৃষ্টির সেবাকে তাদের পেশার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা নিজেদের চাকুরি ছেড়ে এই কল্যাণ অর্জন করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে থাকে। তিনি বলেন, জলসার পর আমার জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে- তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। খিলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন না করা থেকে খলীফার প্রতি নিজ হৃদয়ে প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করার যে যাত্রা- তা সত্যিই বর্ণনা করার যোগ্য। পূর্বে আমি খিলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন করি নি, কিন্তু এখন খিলাফতের প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা রয়েছে। তিনি বলেন, বেলিজে তো কিছু মানুষ একত্রিত হলেই ঝগড়াবিবাদ শুরু হয়ে যায়, কিন্তু এখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষ - যা আমাদের শহরের জনসংখ্যার প্রায় সমান, তা সত্ত্বেও এখানে পুরোপুরি শান্তি বিরাজ করছিল। তিনি বলেন, ব্যবস্থাপনা খুবই সুশৃঙ্খল এবং প্রতিটি ব্যবস্থাপনাই অনেক সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাচ্চাদের পানি পরিবেশন, যুবকদের গাড়ি পার্কিংয়ের কাজে গাড়িগুলোকে সারিবদ্ধভাবে রাখা এবং খাবার বিতরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সকলেই খুবই মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে করছিল। এই সব কিছু দেখা অনেক প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিষয়। উচ্চপদস্থ বা অনেক ভালো পেশায় কর্মরত ব্যক্তিরাও বিনা অহংকারে সেবায় নিয়োজিত ছিল, শুধু এই জন্য যে, তারা সেবা করতে চায় এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। তিনি আরো বলেন, আমি যুবকদের সাথে কথা বলে বুঝেছি- তারা শিক্ষার প্রতি অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে।

চেক প্রজাতন্ত্র থেকে একজন সিনিয়র প্রফেসর পিটার পেলিক্যান সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি চেক প্রজাতন্ত্রে ইসলামিক স্টাডিজ ও ফিকাহশাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ বা স্কলার। তিনি সরকারি বিভিন্ন পদে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে অনেক প্রবন্ধ লিখে থাকেন। আর তিনি মূলত একজন সুন্নি মুসলিম।তিনি বলেন, এ বছর এটি আমার দ্বিতীয় জলসা ছিল; এর পূর্বে জার্মানির জলসায় গিয়েছিলাম। এখানেও সেই উন্নত মান আমি লক্ষ্য করেছি যা পূর্বে (জার্মানিতে) দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে বাড়তি একটি আকর্ষণ ছিল, তা হচ্ছে যুগ-ইমামের উপস্থিতি আর আমার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়েছে। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে আমি আরো অনেক জমায়েত ও প্রদর্শনী দেখেছি, কিন্তু এমন ঐক্য, ভালোবাসা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রথমবার দেখলাম। আমি এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি এবং সেবার প্রেরণা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল- যা জামা'তে আহমদীয়ার উন্নত প্রশিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, প্রথম যে বক্তৃতা ছিল যুগ-ইমামের, তা আমার জন্য অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যথার্থতার সাথে কথাগুলো বলেছেন এবং অতিথিদের সম্পর্কে বলেছেন যে, কীভাবে তাদের দেখাশোনা করতে হবে; তাদের হৃদয় আয়না সদৃশ হয়ে থাকে তাই উত্তমভাবে তাদের দেখাশোনা করতে হবে। আর কর্মীরা এদিকে মনোযোগও দিয়েছেন এবং বাস্তবিক অর্থেই দেখাশোনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তার ব্যবস্থাও খুবই উন্নতমানের ছিল এবং সর্বত্র অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে। অবাক করার বিষয় হলো, কোনো প্রকার বাধাবিপত্তি ছাড়াই সকল কাজ সুষ্ঠু ভাবে চলছিল। তিনি বলেন, আমার মতে অন্যদেরও এখানে অবশ্যই আসা উচিত যেন তারাও নিজের চোখে এমন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ দেখতে পারে আর অনুভব করতে পারে যে, কীভাবে ভালোবাসাপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তি এখানকার পরিবেশকে সুরভিত করছে। এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও অর্জন করা উচিত। তিনি বলেন, এই অভিজ্ঞতা আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই সম্মেলন আমার হৃদয়ে ইসলাম

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

## যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (S)

সম্পর্কে আরো গভীরতা এবং ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে। যদিও আমি একজন সুন্নি মুসলমান, কিন্তু কখনও আহমদী ভাইদের ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি নি। এখানে বিভিন্ন ভাষায় আহমদী আলেম এবং আহমদী ভাইদের সাথে সামনাসামনি বসে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে, যারা আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে জামা'তের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত করেছেন। এটি আমার জন্য শুধুমাত্র একজন মুসলমান হিসাবে নয় বরং চেক প্রজাতন্ত্রের একজন প্রফেসর হিসেবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, স্বেচ্ছাসেবীদের সাথেও আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে , যাদের মধ্যে বয়স্কও ছিল, যুবকও ছিল। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, কেন এই সেবা করে যাচ্ছেন? প্রত্যেকের উত্তরই প্রায় একই ছিলযে, আমরা এই সেবা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সংশোধনের জন্য করছি। একজন সেবক বলেন, আমি গত পনেরো বছর যাবৎ এই বিভাগে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি আর যখন আতফাল ছিলাম, তখন থেকে প্রতি বছর জলসার দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে আসছি। এই সকল সেবা তারা জাগতিক কোনো প্রতিদান বা উপহার ছাড়াই করে থাকেন। আমার মতে, এটি সেই উত্তম আধ্যাত্মিক শিক্ষা যা খিলাফত তাদের হৃদয়ে দৃঢ় করে দিয়েছে আর এ কারণেই প্রত্যেক কর্মী আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার স্পৃহা নিয়ে উন্মাদের মতো সেবা করে যাচ্ছে। আমার হৃদয়ে এই নিবেদিতপ্রাণ স্বে চ্ছাসেবকদের জন্য সীমাহীন সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে যারা সর্বদা, সর্বাবস্থায় নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি বলেন, একজন প্রফেসর হিসেবে এটিও আমার জন্য আনন্দদায়ক ও বিস্ময়কর বিষয় ছিল যে, জামা'তে আহমদীয়া শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। বুক স্টলে কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেছি, বিভিন্ন বই গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। এগুলোর বিষয়বস্তু খুবই উন্নতমানের এবং জ্ঞানের পরিধিও অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। এটি একটি আশ্চর্যজনক ও চিত্তাকর্ষক জ্ঞানমূলক সেবা। একইভাবে তিনি আরো অনেক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

ফ্রেঞ্চ গায়ানা থেকে নতুন বয়আতকারী সদস্যা আমিনা মালা সিঙ্গা বলেন, জলসা চলাকালীন সময়ে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বিষয় ছিল সদস্যদের নীতি নৈতিকতা এবং তাদের অতিথি আপ্যায়ন। আপনি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন আর আপনার বসার জায়গার প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে যারা পূর্বে বসে ছিল তারা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে আপনার বসার জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়। একটি অদ্ভুত প্রশান্তি ও স্বাধীনতার অনুভূতি ছিল। একটি আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ পরিবেশ ছিল যা বর্ণনাতীত। আর সবচেয়ে বড়ো প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় ছিল যখন আমি যুগ-খলীফাকে দেখেছি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আর অবলীলায় আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করে। [শুরু থেকেই খিলাফতের সাথে এই সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ- এই সবকিছু খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, কোনো মানুষের পক্ষ থেকে এটি সৃষ্টি হতে পারে না।]

বুলগেরিয়া থেকে আগত একজন নতুন বয়আতকারী মহিলা ইভিলিনা সাহেবা। তিনি বলেন, আমার ঘরে আমি একাই আহমদী। আমি আহমদীয়াতকে অনেক গভীরভাবে পর্য বেক্ষণ করেছি এবং তিন বছর গবেষণার পর আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। ইউকে জলসায় এটি আমার প্রথম অংশগ্রহণ ছিল আর এটি নিঃসন্দেহে একটি আধ্যাত্মিক জলসা ছিল। যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, ইউকে জলসায় আমি নিজে উপস্থিত থেকে তা উপভোগ করব- যা এখানকার সবচেয়ে বড়ো জলসা, কেননা খলীফাতু ল মসীহ্ এখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং ভাষণও প্রদান করে থাকেন। তিনি আরো বলেন, এই বরকত পূর্ণ দিনগুলোতে আমি এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব করেছি এবং এতে অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। খোদাপ্রেমিকদের সাথে অবস্থান করে খোদা তা'লার সাথে আমার সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় আরো সুদৃঢ় হয়েছে। ভ্রাতৃত্ববোধের প্রেরণা, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেক দিক থেকে আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সেই সমস্ত কর্মকর্তা এবং স্বেচ্ছাসেবক ও ব্যবস্থাপকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা এই অসাধারণ জলসাকে অনুষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমার অনেক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমি অনেক প্রভাবিতও হয়েছি যে, কত সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে অতিথিদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই বরকতপূর্ণ জলসা শেষ করে আমি এমন ঈমান নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাবো যা পূর্বের তুলনায় দৃঢ়, এবং এমন জ্ঞান নিয়ে ফিরব যা সর্বাধিক সঠিক, আর এমন বিশ্বাস নিয়ে ফিরব যা আমার প্রকৃত ইসলামের সাথে সম্পর্ক সাব্যস্ত করবে। আমার জন্য সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় সেটি ছিল, যখন খলীফাতু ল মসীহ্ হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছিলেন, যঁা র ভবিষ্যদ্ বাণী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন। যদিও আমি এর পূর্বে এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করেছি, কিন্তু যুগ-খলীফার শব্দগুলো আমাকে নতু ন দৃষ্টি দিয়েছে, নতুন দৃষ্টিকোণ দেখিয়েছে- যা পূর্বে আমার আমার কাছে ছিল না। তিনি বলছেন, এই ভাষণ সেই সমস্ত আপত্তি এবং সন্দেহের উত্তরে পরিপূর্ণ ছিল যা কতিপয় বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ থেকে খাতামান নবীঈনের পরে কারো আসা সম্পর্কে করা হয়ে থাকে। এই বক্তৃতা আমার বোধবুদ্ধিকে বিস্তৃত ও জ্ঞানকে গভীর করার ক্ষেত্রে এবং আমার অন্তর্দৃ ষ্টি প্রসারিত হবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আরো একটি বক্তৃতা যা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেতা হলো, পবিত্র কু রআন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হবার প্রমাণ সংক্রান্ত । বর্তমান যুগের জঘন্য আপত্তিসমূহ কীভাবে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণসহ খণ্ডন করা হয়েছে- সেটি শুনে শুধু আমার হৃদয়ই প্রশান্ত হয় নি, বরং একটি নতু ন আত্মবিশ্বাসও অর্জিত হয়েছে। যখন কোনো সভায় কুরআনের সত্যতার ওপর আক্রমণ করা হবে, তখন আমিও এই সমস্ত আপত্তিকে প্রতিহত করতে পারব। আর এগুলো হলো নতু ন অভিজ্ঞতা যা এই সমস্ত লোকদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ব্রাজিলের এক অতিথি ইগোর লুকাস নামের একজন সাংবাদিক, আর তিনি প্রাদেশিক সংসদের একজন সেক্রেটারিও বটে। তিনি বলেন, জলসার অনুষ্ঠানগুলোতে সময়ের অনুবর্তিতা খুবই প্রশংসনীয় ছিল; এ এক বিরাট গুণের বিষয়। আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের অতিথি আপ্যায়ন এবং হৃদয়ের আন্তরিকতা সত্যিই গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। খাবার খাওয়া থেকে বাথরুম ব্যবহার করা পর্যন্ত , আসা-যাওয়া থেকে শুরু করে জলসাগাহে প্রবেশ ও বহির্গমন পথে অতিথিদের সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই পরিবেশ মানুষকে ঐক্য এবং নিঃস্বার্থ হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরপর তিনি আরো বলেন, এই বিষয়টিও আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, খুব গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করা হচ্ছিল যেন কোনোভাবে খাবার অপচয় না হয়, কিন্তু (একই সাথে) পরম উদারচিত্তে প্রত্যেকের কাছে খাবার পৌঁছানোও হয়।

ইন্দোনেশিয়ার একজন অতিথি গোমার গালতুম সাহেব, তিনি একজন পাদরি । তিনি 'কমিউনিয়ন অফ চার্চেস ইন ইন্দোনেশিয়া'-র চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলাম। কিন্তু এই জলসার মাধ্যমে আমি অতি উত্তমরূপে অনুধাবন করেছি যে, আহমদীয়াত একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন, যা কাদিয়ান নামক একটি ছোটো গ্রাম থেকে আরম্ভ হয়েছিল আর এখন এটি একটি আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আহমদী সদস্যগণ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এক-অভিন্ন আবেগ-অনুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, প্রভাব বিস্তারী যে বিষয়টি ছিল তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটি এমন এক বিষয় যা অনেক মানুষ উপেক্ষা করে থাকে, কিন্তু এখানে এটি মৌ লিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তার এমন আরো অনেক অভিমত ছিল।

আইসল্যান্ডের একজন অতিথি নন্দকিশোর সাহেব, তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি ইউনিভার্সাল পিস ফেডারেশন-এর চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, মথি ৭ম অধ্যায়ের ১৬তম শ্লোকে লিখিত আছে, তোমরা তাদের ফলের মাধ্যমে চিনতে পারবে। এই বাক্যটি ২০২৫ সালের জলসা সালানার সময় আমার জন্য অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী ও জীবন্ত আকারে সামনে এসেছে। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপ্ত ও প্রফুল্ল চেহারা দেখে আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব পড়ে। আমার দৃষ্টিতে এটি এই বিষয়ের স্পষ্ট চিহ্ন বহন করে যে, ঈশ্বর এই বান্দাদের একতা দেখে আনন্দিত যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বে ষণে সমবেত হয়েছেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট -এর একজন কর্মকর্তা, যিনি আফ্রিকাতে মানবতার সেবা প্রদান করেছিলেন- তিনি বলেন, এই সেবা প্রদান শুধুমাত্র অপরের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয় না, বরং তাকে আল্লাহ্র নৈকট্যও দান করে। নিজ কর্মের মাধ্যমে ঈমানকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয়- এটি তা স্মরণ করানোর এক শক্তিশালী উপায়। এ ধরনের আরো অনেক অভিমত আছে তার।

কাজাখস্তান থেকে আগত একজন অআহমদী অতিথি সালেহা সাহেবা বলেন, আমি কাজাখস্তান থেকে এসেছি। আমার প্রথম বার জলসায়

## মহান আল্লাহ্র বাণী

**আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। (আন-নিসা: ২৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ হয়েছে। জাগতিক বহু অনুষ্ঠান ও কনফারেন্সে আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, কিন্তু এখানে যোগদানকারীদের সংখ্যা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে। আর এটিও মুগ্ধ করেছে যে, এত অধিক সংখ্যক মানুষ, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে শুধুমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র কল্যাণের কথা শোনা আর পৃথিবীর মানুষ কীভাবে শান্তি ও ঐক্যের সাথে বসবাস করবে (তা জানা), সেইসাথে ঘৃণার আবেগ-অনুভূতিকে পৃথিবী থেকে কীরূপে দূর করাযায় এবং প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার বাণী পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা যায় (তা জানা)। এরপর তিনি আরো বলেন, নারী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা একেবারে অসাধারণ ছিল। এই জলসার স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে' এবং মানুষের ঐক্য এই বিষয়ের দিকে পথ -প্রদর্শন করছিল যে, আমরা (যেন) ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি। আমি এ ধরনের কথা কখনো শুনি নি আর এগুলো হৃদয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। পুরো পরিবেশ দেখে এই অআহমদী মহিলা বলেন, পূর্বে আমি আমার বসের বিরোধী ছিলাম, কিন্তু এখন নিদেনপক্ষে বিরোধিতা পরিত্যাগ করব, বরং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করব।

অস্ট্রিয়া থেকে মুশতাক জহির নিযাহ সাহেব এসেছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়াতে ইসলাম বিষয়ের শিক্ষক এবং বলেন, জলসা সালানায় আমি চারদিকে শুধু মুমিনদেরই দেখেছি। প্রত্যেকেই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল এবং সবাই ইসলামের সেবায় এক বিশেষ উদ্দীপনা রাখে। যুগ-খলীফার কথা শুনে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, বর্তমানে মূলধারার মুসলমানদের মধ্যে অনেক আলেম শুধু দাড়ি বড়ো করা এবং নির্দিষ্ট পোশাক পরাকেই সবকিছু মনে করে আর নামসর্বস্ব মুসলমান, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তই একমাত্র জামা'ত- যারা অন্তর থেকে ইসলামের খেদমত করছে। তিনি বলেন, হয়ত আগামী দু -শো বছরের মধ্যে এ জামা'ত বিশ্বজয় করে ফেলবে। তিনি বলেন, আমি একজন সুন্নি মুসলমান, কিন্তু বিশ্বাস করি যে, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা সত্যিই একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং বর্তমানে আমি মনে করি, তিনি এ যুগের মুজাদ্দিদ ছিলেন। এতটুকু তো তিনি মেনেছেন; তিনি বলেন, তবে এখনো আমার মনে কিছু দ্বিধা রয়েছে যে, তিনি সত্যিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী কিনা ; এ বিষয়ে আমি চিন্তাভাবনা করছি, গবেষণা করছি। যাহোক, এটি একান্তই তার ব্যক্তিগত চিন্তা ও পুণ্য স্বভাবের প্রতিফলন। কমপক্ষে এটি তো বলেছেন যে, তিনি ভাবছেন। তিনি জেদ করেন নি যে, আমি চিন্তাভাবনাই করব না।

বুলগেরিয়া থেকে এক নতুন বয়আতকারী এলিসতা রোডি সাহেবা এসেছেন- যিনি খ্রিষ্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের আগে আমার মনে এই আশঙ্কা ছিল, আমি হয়ত নিজেকে এই পরিবেশের সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারব না, কারণ আমি নতুন এবং আমার সংস্কৃতি ও ভাষা আলাদা। কিন্তু এখানে যে ঐক্য ও ভালোবাসা আমি দেখেছি, তা আমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখি নি। আমি পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা লোকদের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু সবাইকে এক পরিবারের সদস্য মনে হচ্ছিল। কেউ কাউকে চেনে না, তবুও হাসিমুখে একে অপরের সঙ্গে দেখা করছে। কখনো কখনো মানুষের ঈমান ও তাকওয়ার ওপর সন্দেহ কিংবা অলসতার আবরণ পড়ে যায়। জলসা সালানায় অংশগ্রহণ এমন একটি অভিজ্ঞতা, যা অন্তরাত্মাকে পুনরায় পবিত্র করে তোলে এবং মানুষ এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা করতে পারে। এই অভিজ্ঞতা আত্মাকে সতেজতা প্রদান করে এবং অন্তরকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়।

জর্জিয়া থেকে আগত রোলান্ড শিমুয়ারতে বলেন, জলসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, বক্তৃতাসমূহ এবং যুগ-খলীফার ভাষণ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে একটি বড়ো ভূমিকা রাখে। আর জুমুআর খুতবা আমার খুবই ভালো লেগেছে যেখানে আতিথেয়তা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যুগ-খলীফার ভাষণও আমার খুব ভালো লেগেছে, আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আর তিনি বলেন, আমি একজন জর্জিয়ান মুসলমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। দুই বছর আগে আমি জর্জিয়ার 'সেরা শিক্ষক' পুরস্কার পেয়েছি আর আমার ক্ষেত্রও শিক্ষা, তাই এটি আমার কাছে বিশেষভাবে ভালো লাগে যে, কীভাবে আপনাদের জামা'ত নারী-পুরুষের শিক্ষা নিয়ে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। তিনি বলেন, এ বছর আমি 'ইসলামী নীতিদর্শন' বইটি ইংরেজি থেকে জর্জিয়ান ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। অনুবাদ করার সময় আমি অনেক প্রশান্তি অনুভব করেছি। আর খলীফাতুল মসীহ্ রবিবারের সমাপনী ভাষণে যখন উল্লেখ করেন, অন্য মুসলমানরা আপনাদেরকে বিদ্বেষের চোখে দেখে, তাদের মিথ্যা অভিযোগের জবাব ইসলামের সৌন্দর্যময় শিক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে- তা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। বয়আতের দৃশ্য আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করা হয়। যারাই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য দেখতে চায়, তারা যেন জলসায় অংশগ্রহণ করে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির পরিবেশকে স্বচক্ষে দেখে।

এরপর কংগ্রেসম্যান স্যেন রিকার্ডোর স্ত্রী জেসিকা গার্সিয়া কন বলেন, আমি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধমূলক একটি সংস্থায় কাজ করি আর যখন শুনলাম, যুগ-খলীফা তঁ ার বক্তব্যের মাঝে কেবল নারীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন নয়, বরং মানসিক নিপীড়নের কথাও উল্লেখ করেছেন - তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। একটি প্রশ্নের উত্তর তার কাছে অসম্পূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, আমি সেদিন সম্পূর্ণ উত্তর পাই নি। আর তা হলো, কোনো নারীর সঙ্গে যদি কিছু ঘটে তাহলে সে কোথা থেকে সাহায্য পেতে পারে? পরে তিনি এ প্রশ্নটি আমাকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, জামা'তের নিজস্ব একটি ব্যবস্থাপনা আছে। যুগ-খলীফার কাছে এসে থাকে, জামা'তের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার কাছেও এসে থাকে আর জামা'ত তাদের সাহায্যও করে থাকে। প্রয়োজনে অন্য মাধ্যমও অবলম্বন করতে পারে। যাহোক, এসব কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি এবং এ বিষয়টিও আমাকে আনন্দিত করেছে যে, যুগ-খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। কিছু মানুষ বলে, আপনি এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা নিয়ে আপত্তি করা হয়, বিশেষ করে (নারীদের) প্রহার করার বিষয়টি। এটিরও দীর্ঘ উত্তর রয়েছে এবং এটি একটি ভিন্ন বিষয়। (মারধর করার) সেসব শর্তই পূরণ হয় না; আর যদি সেই শর্তগুলো পূর্ণ করা হয় যেখানে নারীকে প্রহারের কথা বলা হয়েছে, তাহলে শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, মারার প্রয়োজন পড়ে না। তাই এটি দূরবর্তী একটি সম্ভাবনা যার শিক্ষা ইসলাম (আগাম) দিয়ে রেখেছে।

সুইডেন থেকে একজন আরব লাজনা এসেছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানা একটি প্রশস্ত গৃহের ন্যায়, যা পুরো পরিবারকে নিজের মাঝে ধারণ করে নেয়। সুইডেনে খুব কম সংখ্যায় আরব আহমদী রয়েছে। এমতাবস্থায় জলসা সালানার সময় যখন আরব টেন্ট বা তাঁবুর নাম শুনতে পাই, তখন এক অদ্ভুত শান্তি ও একাত্মতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। অন্যান্য আরব ভাই-বোনদের সাথে দেখা করে অনেক আনন্দিত হই। এটি আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে- এটিও ভালো প্রভাব ফেলেছে।

আল্লাহ্ তা'লা সকল অংশগ্রহণকারী অতিথির হৃদয় অধিক উন্মোচিত করে দিন আর তারা যেন আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে বুঝতে পারে এবং যুগ-ইমামের মান্যকারী হতে পারে, নও মোবাঈনদেরকেও নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ করুন; একইভাবে প্রত্যেক আহমদী যারা জলসার অনুষ্ঠানমালা শুনেছেন ও দেখেছেন, তারা যেন নিজ জীবনে এর বাস্তবায়নকারী হতে পারে এবং একে নিজ জীবনের অংশ বানাতে পারে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী হতে পারে এবং এই প্রেরণা যেন সর্বদা বজায় থাকে; জলসার কল্যাণরাজি থেকে প্রত্যেক আহমদী যেন সর্বদা লাভবান হতে থাকে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি ও নিজের পরিবেশ সংশোধনের জন্যও সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকারী হতে পারে। এ বিষয়ে প্রেস রিপোর্টও সংক্ষেপে তুলে ধরছি। ইতালির সংবাদমাধ্যমে জলসা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আর তারা বলছে, ইউরোপিয়ান কমিউনিকেশন নিউজ এজেন্সি যা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সরকারি সংস্থা, তারা জলসা সালানার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করেছে আর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারও প্রচার করেছে ও ছেপেছে। এখন পর্যন্ত ৬০টি সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ সংস্থায় জলসা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সাররা আমার একটি বার্তাও প্রচার করেছে। ইতালি থেকে জলসায় অ ংশগ্রহণকারী দুইজন সাংবাদিক, যাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় আধা মিলিয়ন (তথা পাঁচ লক্ষ) ফলোয়ার রয়েছে, তারা জামা'তের ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রচার করেছেন।

জামা'তের প্রেস ও মিডিয়া বিভাগের প্রচেষ্টায় অনলাইন ওয়েবসাইটে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন (তথা ৫ কোটি) দর্শক জলসা দেখেছেন। ৪৯টির মতো ওয়েবসাইট রয়েছে। প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ সংবাদপত্রে সতেরোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে- যা ২০ মিলিয়ন (তথা ২ কোটি) মানুষ পড়েছে এবং দেখেছে। রেডিওতে পঁচিশটি অনুষ্ঠানে জলসার কভারেজ দেওয়া হয়েছে যা ২০ মিলিয়ন (তথা ২ কোটি) মানুষ শুনেছে। টেলিভিশনে জলসার কভারেজ দেওয়া হয়েছে যার দর্শক প্রায় ৫ মিলিয়নের কাছাকাছি। এছাড়া মিডিয়া আউটলেটস, সাংবাদিক এবং সমাজখ্যাত ব্যক্তিরা সোশ্যাল মিডিয়ায় এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই সংবা দ প্রায় ১৪ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

শেষাংশ শেষের পাতায়....

# হুযুর আনোয়ার এর জার্মানী সফর (২০১৪)-এর রিপোর্ট

## জার্মানীর দায়ী-ইলাল্লাহ্‌গণের সঙ্গে মিটিং

হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়ার মাধ্যমে বৈঠকের সূচনা করেন। দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) মিটিং-এর এজেন্ডা জানতে চান। ইনচার্জ সাহেব উত্তরে বলেন, আমাদের বিভিন্ন ভাষায় আমাদের তবলীগি ডেস্ক রয়েছে যারা আজকের মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়াও সেই সব যুবকরাও অংশগ্রহণ করছেন যারা সারা দেশে নিজের নিজের জামাতে এবং অন্যান্য এলাকায় গিয়ে তবলীগি অধিবেশন পরিচালনা করেন।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তবলীগ বিভাগের ইনাচার্জ সাহেব বলেন, তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশ এখানে উপস্থিত আছেন। হুযুর বলেন, এই ৯০ শতাংশই যদি তবলীগের কাজে নিয়োজিত হয় তবে এবছরই ২৭০ বয়আত হওয়া উচিত।

এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন: রেকর্ড অনুসারে আপনাদের দায়ী ইলাল্লাহ্-র সংখ্যা এক হাজার। প্রত্যেকে যদি একটি করেও বয়আত করান তবুও এক হাজার বয়আত হওয়া উচিত।

সেক্রেটারী তবলীগ বলেন- এছাড়াও প্রায় তিনশ সক্রিয় 'দায়ী ইলাল্লাহ্' রয়েছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা এদের সকলকে তবলীগের কাজে যুক্ত করুন এবং বয়আত অর্জনের চেষ্টা করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, পুরো জার্মানী থেকেই আমাদের 'দায়ী ইলাল্লাহ্' এবং লেকচারারগণ আছেন। আমাদের যুবকদের প্রশিক্ষিত করে তোলার পুরো ব্যবস্থাপনা রয়েছে। প্রায় ত্রিশজন প্রশিক্ষিত হয়েছেন এবং আরও প্রায় সত্তর জন প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর তাদের মধ্য থেকেও অনেকে লেকচার দেওয়া শুরু করেছে। আমাদের মসজিদ এবং সেন্টারগুলিতে আসেন। বিভিন্ন সংগঠন এবং স্কুলের ক্লাস হয়, যেখানে আমাদের এই যুবকরা তাদের সামনে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্যে তুলে ধরেন, জামাতের পরিচয় তুলে ধরেন এবং যে সব প্রশ্ন করা হয় সেগুলির উত্তরও দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মিটিং-এ উপস্থিত এক ব্যক্তির কাছে জানতে চান যে, তিনি কোথায় লেকচার দেন?

ভদ্রলোক উত্তর দেন, মসজিদ ফজলে উমর (হামবার্গ) -এ যে সব মানুষ ও দল আসে তাদের সামনে তিনি জামাতের পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি অনেক বেশি দল আসে তবে জামাতের সাধারণ পরিচিতি উপস্থাপনের বিষয়ে আপনার নিশ্চয় অনেকটা অনুশীলিত হয়ে গেছে- যেভাবে কোন ঐতিহাসিক বা পর্যটন স্থলে কোন গাইডের সমস্ত ইতিহাস মুখস্ত থাকে, যারা এক দিক বলতে শুরু করেন এবং ক্রমান্বয়ে সব কিছু বলে শেষ করেন-অনুরূপভাবে আপনারও লেকাচারও এমনন নিখুঁত হয়ে উঠেছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বলেন- আমি পুরো চেষ্টা করে থাকি।

এরপর সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: তাদের প্রশিক্ষণ শিবির সারাবছর চালু থাকে। আমরা ওয়ার্কশপ করে থাকি এবং নতুন নতুন যে বিষয় সামনে আসে সেগুলি নিয়ে মুরুব্বীদের সঙ্গে ক্লাস করা হয়।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, বায়তুর রশীদ (হামবুর্গ) -এ যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তারপর কয়েকটি পত্রিকাও অনুষ্ঠানের কভারেজ দিয়েছে। এর পূর্বে যখন মিনার তৈরী হয়েছিল তখনও পত্রিকাগুলি কভারেজ দিয়েছিল। এর ফলে আশপাশের মানুষের মধ্য মসজিদের প্রতি কি বিশেষ মনোযোগ তৈরী হয়েছে?

সেক্রেটারী তবলীগ সাহেব বলেন: মনোযোগ তৈরী হয়েছে এবং সেখানকার প্রতিবেশীরাও বিশেষভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করেছিল। আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে, ক্রিসমাসের পর আপনাদের সঙ্গে একটা বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করব।

এরপর হুযুর আনোয়ার একজন যুবকের কাছে জানতে চান- আপনাদের এলাকায় যে সব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, সেগুলির বিষয়বস্তু কি থাকে? কিম্বা জার্মানীতে সাম্প্রতিক কোন বিষয়টি এখন সব বেশি আলোচিত?এই সব দেশের এটাই প্রথা- কো একটি বিষয়ের পিছনে নাছোড় হয়ে লেগে থাকে এবং বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে। পত্র-পত্রিকায় পড়ে, আপনাদের কাছে শোনে এবং প্রত্যেকের কাছে সেই একই কথা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে এবং পরীক্ষা করতে চায় যে, আপনার উত্তরগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে কি না।

ভদ্রলোক উত্তর দেন, তাদের অধিকাংশ প্রশ্নই এই ধরণের হয়ে থাকে। যেমন- ইসলামে মহিলাদের কি কি অধিকার দেওয়া হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি মহিলারা এমন প্রশ্ন করে, তবে এমন মহিলারা যদি আমাদের মহিলাদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পায় তবে সেটা সব চেয়ে ভাল হয়। পুরুষদেরকে আপনি নিজেও উত্তর দিতে পারেন।

এক সদস্য নিবেদন করেন: জানুয়ারী মাসে আমরা সীরাতুন নবী-র বিষয়ে অনুষ্ঠান করার বিষয়ে মনস্থির করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এর জন্য পুরো Spade work হওয়া উচিত। যেখানে যেখানে সীরাতের অনুষ্ঠান হবে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা আছে, যেমন কুরআন করীম বা অন্য কোন বইয়ের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান থাকে বা জামাতের পক্ষ থেকে আয়োজিত যে কোন অনুষ্ঠান হোক- এর জন্য সর্বপ্রথম অনেক বেশি Spade work করা উচিত। এর প্রচার করা উচিত। মানুষকে জানানো উচিত, সম্পর্ক তৈরী করা উচিত। যাদের দায়িত্বে রয়েছে এই কাজ তাদেরকে বলুন, নিজেদের সদস্যদের নিয়ে আসুন যাতে সমধিক মানুষকে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা যায় এবং তাদের সংশয় দূর হয় কিম্বা সংশয় লাঘব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা যায়।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, হামবার্গে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। তারা বলছিলেন তাদের কিছু প্রশ্ন আছে। পরে কি তারা প্রশ্ন করে নি? এই অনুষ্ঠানের আয়োজক এক সদস্য নিবেদন করেন, গণমাধ্যমের সদস্যরা বলছিল, হুযুরের বক্তব্যে তারা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। হুযুর আনোয়ার বলেন- বেশ, ভাল কথা। আমি আপনাদেরকে একটা Pattern দিয়েছি। এটাকে আরও ব্যাখ্যা করতে পারেন। আমি সংক্ষিপ্ত সময়ে সংক্ষেপে বলতে চেয়েছিলাম। আমি মূল মূল বিষয়গুলি তুলে ধরেছি, আপনি যতটা পারেন এগুলির ব্যাখ্যা করতে পারেন।

একজন সদস্য বলেন- মার্চ মাসে আমরা একটি ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, যেখানে বিদেশ থেকে প্রফেসরও আসবেন। তিনি অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন করেন।

এরপর জার্মানীর আমীর সাহেব বলেন: বেঞ্জহেম-এ আমাদের একটি ছোট মসজিদ আছে, কিন্তু সেখানকার জামাত জার্মানীর সব চেয়ে বেশি সক্রিয় জামাতগুলির মধ্যে একটি। জামাতটি বছরে পাঁচ-ছয়টি কার্যকর অনুষ্ঠান করে থাকে এবং গণমাধ্যমেও তারা উল্লেখযোগ্য কভারেজ পেয়ে থাকে। এখন তারা স্কুলেও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে যেখানে অনেক মানুষ পরিদর্শন করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অন্যান্য জামাতগুলিরও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

জার্মানীর আমীর সাহেব বলেন: হুযুরের অনুষ্ঠানের পূর্বেই প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা আমাদের জন্য কি সম্ভব? কেননা, অনুষ্ঠানের পর প্রেসের প্রতিনিধিরা বলে, তারা নিজেদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের ইচ্ছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আমার ভাষণের পূর্বেই প্রেস কনফারেন্স রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারা যদি আমার ভাষণেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তবে তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন কি? আমি তো তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তারাই বলল,তাদের মনে যে সব প্রশ্ন ছিল সেগুলির উত্তর তারা পেয়ে গেছে। যাইহোক আপনি চাইলে অনুষ্ঠানের আগেও রাখতে পারেন। যাইহোক প্রেস প্রতিনিধিদের মনে যে প্রশ্নই তৈরী হোক না কেন, সেগুলি তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে।

হুযুর আনোয়ার এক যুবককে জিজ্ঞাসা করেন যে সে কোন জামাতের সঙ্গে যুক্ত এবং নিজের জামাতের মোট কটি অনুষ্ঠান করেছে?

যুবক উত্তর দেয়, সে ওজনাবুর্গ জামাতের সঙ্গে যুক্ত এবং সারা বছর গড়ে দুই থেকে তিনটি অনুষ্ঠান হয়।

এরপর হ্যানেভার জামাতের প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা

(এরপর ১১ পাতায়..)

### মহান আল্লাহ্‌র বাণী

**তাহারা কি জানে না যে,তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন?** (আল বাকারা: ৭৮)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal
From: Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

### যুগ ইমামের বাণী

**শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা।** (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi
From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (S)

**আজ কাদিয়ানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভারতের সালানা জলসার সমাপ্তি হচ্ছে। এর সাথে আরও কিছু দেশ আছে যেখানে সালানা জলসার উদ্বোধন হয়েছে। এছাড়া আগামী সপ্তাহে কয়েকটি দেশে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে।**

**দেখতে পারছে, আমরাও তাদের দেখতে পাচ্ছি।**

**হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লা যে অঙ্গীকার করেছিলেন, 'আমি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সম্মানের সাথে তোমাকে প্রসিদ্ধি দান করব। তোমার নাম সমুন্নত করাব, আর তোমার প্রতি ভালবাসা মানুষের অন্তরে সঞ্চার করব। 'জাআলনাকা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম'- আমি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম বানিয়েছি। সবাইকে বলে দাও, 'আমি ঈসা (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আবির্ভূত হয়েছি। নামসর্বস্ব আলেম-ওলামার ব্যক্তিস্বার্থ মুসলমানদের সঠিক পথ অবলম্বনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন তারা মানতে বাধ্য হবে, বরং এটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার যে, শেষ সময়ে গিয়ে তারা মান্য করবে।**

**মসীহ্ মাওউদের ভবিষ্যদ্বাণী কেবল হাদীসেই সীমাবদ্ধ নেই বরং কুরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আগমনকারী মসীহ্র ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছে। যেভাবে তিনি ওয়াদা করেছেন, যে অবস্থা-ব্যবস্থায় ইসরাঈলী জাতির মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেই একই অবস্থা-ব্যবস্থায় মুসলমানদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।**

**আর শেষ যুগে এ সাদৃশ্য রয়েছে যে, খোদা তা'লা মুসায়ী জাতির শেষভাগে এমন এক নবী প্রেরণ করেছিলেন, যিনি অস্ত্রের জিহাদের বিরোধী ছিলেন আর ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ ছিল না, বরং ক্ষমা ও উদারতা তার শিক্ষা ছিল। যখন বনী ইসরাঈলীদের চারিত্রিক স্খলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল আর তাদের আচার-ব্যবহার নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর তাদের রাজত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল, তারা রোমান সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি হযরত মুসা (আ.)-এর তিরোধানের পর ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করেছিলেন।**

**জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২৪-এর সমাপ্তি অধিবেশনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ**

(ভাষণের শেষাংশ....)

তানজানিয়া থেকে একজন নও মোবাঈ বলেন, আমার নাম আব্দুল্লাহ্ আহমদী জামা'তে প্রবেশের পর আমি আমার জন্য এ নাম পছন্দ করেছিলাম। একবার মোয়াল্লেম সাহেব আমাদের গ্রামে তবলীগের জন্য আসেন। তার কথাবার্তা শুনে গ্রামের কিছু মানুষ বয়আত নিয়ে আহমদী জামা'তভুক্ত হয়। সে-সময় আমি বয়আত নেই নি। আরও পড়াশুনার জন্য মোয়াল্লেম সাহেবের টেলিফোন নম্বর নিয়েছিলাম। এরপর মোয়াল্লেম সাহেব তার নিজ গ্রামে ফেরত চলে যান। কিছুদিন পর আমি বললাম বড় বড় গাড়িতে করে অন্যান্য মুসলমানরা আসলেন, তারা আমাদের বলেছিলেন নতুন আহমদীদের বলেছিলেন, 'আহমদীরা মিথ্যাবাদী, তারা মুসলমান নয়- ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি দেখে আমি মোয়াল্লেম সাহেবকে ফোন করলাম এবং বললাম, আমি আপনার কথা শুনেছি কিন্তু এখনও বয়আত করি নি। আপনি আমাদের গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার পর অন্যত্র থেকে মুসলমানদের একটি দল এসেছিল, তারা এখানে নৈরাজ্য করার চেষ্টা করেছিল, আপনাদের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করছিল, এটি আমার জন্য একটি স্পষ্ট নিদর্শন যে, আপনারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর এখন আমিও বয়আত করে আহমদী জামা'তে প্রবেশ করতে চাই। যদি এই বিরোধিতা না হতো তবে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও বিলম্ব করতেন, আর আরও গবেষণা করতেন। কিন্তু এই বিরোধিতা তড়িৎ গতিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা তার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন আর সত্য গ্রহণ করার জন্য তার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

ভারতের মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব বর্ণনা করেছেন, তবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি এক জায়গায় যান, সেখানে একজন বন্ধু ছিল, তার সাথে সাক্ষাৎ করা হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম; কথাবার্তার এক পর্যায়ে তিনি তার ব্যাগ থেকে একটি কাগজ বের করেন, যেখানে বয়আতের শর্তাবলি ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ ছিল; তিনি এই লিফলেটটি নিজ উদ্যোগে প্রস্তুত করে, নিজের বন্ধুদের মাঝে বিতরণ করার জন্য রেখেছিলেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাপারে যখনই আমি জানতে পেরেছি, তখনই ২০১৬ সালে আহমদী জামা'তের প্রবেশের ব্যাপারে ঘোষণা করে দিয়েছিলাম। রেডিও বা অন্য কোন মাধ্যমে জামা'তের সংবাদ তার কাছে পৌঁছায়, আর তখনই তিনি জামা'তে প্রবেশের ব্যাপারে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। এতে লোকজন তার বিরোধিতা করা শুরু করে দেয়। তিনি বলেন, একদিন তো বিরোধীরা আমাকে আহত করার ও তওবা করানোর জন্য একত্র হয়েছিল। কিন্তু খোদা তা'লার পরিকল্পনা দেখুন, সেদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্প এল, যারা আমাকে আহত করার ও তওবা করানোর জন্য আসতে চেয়েছিল, তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল এবং তারা আমার নিকট আসতে পারে নি। তিনি বলেন, 'আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, সেই ভূমিকম্প একটি নিদর্শন হয়ে এসেছিল, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতারই নিদর্শন। তখন থেকেই মূলত আমি আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম, এরপর তিনি আনুষ্ঠানিক বয়আত করেন।

তানজানিয়ার একটি জায়গার নাম বুগোজু; সেখানেও একজন নওমোবাঈন আছেন ইসামাঈল সাহেব। তিনি মূলত কৃষিকাজ করতেন। আফ্রিকায় কখনও কখনও প্রচণ্ড বজ্রপাত হয় আর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। তিনি বলছেন, আমি এক জায়গায় কাজ করছিলাম, সেখানে বজ্রপাত হল আর যেহেতু আমি নিকটেই ছিলাম তাই আমি এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হই। তিনি বলেন, সে সময় জামা'তের সত্যতার একটি বড় নিদর্শন দেখেছি। আকাশ থেকে বজ্রপাত এত শক্তিশালী ছিল যে, এটি আমাকে দূরে নিক্ষেপ করল, আর আমি অচেতন হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে, খেয়াল করলাম মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিতে ভেজার কারণে আমার অবস্থা করুন হয়ে গিয়েছিল, শারীরিক দুর্বলতার কারণে নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না আর সাহায্যের জন্য কারও কাছে বলতেও পারছিলাম না। কৃষি জমির পাশেই জঙ্গল ছিল, তাই সাধারণত মানুষজন সে পথ দিয়ে খুব একটা আসা-যাওয়াও করত না। আমি খোদা তা'লার কাছে দোয়া করলাম, আমাকে আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন দেখাও। এরপর এক ব্যক্তি আমার নিকটে এল আর আমার শরীর কর্দমাক্ত অবস্থায় দেখে ভাবল, হয়ত আমি মৃত্যুবরণ করেছি। আমি সাহস করে আমার হাত উঠালাম, এতে সে বুঝতে পারল আমি এখনও জীবিত আছি, সে ব্যক্তি আমাকে আমার গ্রামে পৌঁছে দিতে সাহায্য করল। আহমদীয়াতের কারণে আমি নতুন জীবন পেলাম। পরে আমি জানতে পারলাম আমাদের কৃষিক্ষেতে যেহেতু বজ্রপাত হয়েছিল, তাই গ্রামে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল যে, আমি মৃত্যুবরণ করেছি। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার জামা'ত আর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি এর সাথে সম্পৃক্ত থাকব।

আরেকটি ঘটনা। কুজেনু শহরের নিকটবর্তী একটি এলাকা রিত্তোপুসিজা। সেখানে একজন

খ্রিষ্টান বন্ধু একবার আমাদের মসজিদে এলেন; কিছু প্রশ্ন করেন। তাকে ইসলামী শিক্ষা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির ব্যাপারে বুঝানো হয়। তিনি বলেন, আমি আহমদী জামা'তে প্রবেশ করতে চাই। তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন কিছুদিন পূর্বে, স্বপ্নে আমি দুজন বুযুর্গ ব্যক্তি দেখেছি। তাদের মধ্যে একজন আমাকে ইশারা করে বললেন, যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছ, সেটিতে হেদায়াত নেই। অপর বুযুর্গ ব্যক্তি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার যিকির করছিলেন। এতে আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। এরপর যখন তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও আমার ছবি দেখানো হল, তখন আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন, স্বপ্নে আমি এ দুজনকেই দেখেছিলাম। এরপর তিনি তার স্বপরিবারে খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে আহমদী হয়ে যান। আর তার ঘরের নিকট চার্চ ছিল, সেটি তিনি মসজিদে রূপান্তরিত করেন।

আলবেনিয়া ইউরোপের একটি দেশ। একজন এখানে বসবাস করেন ইয়াসফির সাহেব। ইকোনমির ওপর তিনি মাস্টার্স করেছেন। প্রথম দিকে তিনি ইন্টারনেটে জামা'তের ব্যাপারে জানতে পারেন, জামা'তের ব্যাপারে যাবতীয় সকল প্রোপাগাণ্ডায় তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। এজন্য যখনই আমাদের মসজিদে আসতেন, তখন বিভিন্ন ধরনের আপত্তি নিয়ে আসতেন। সেই দেশের নায়েব সদর সাহেব তার সাথে কথা বলেন। তার প্রশ্নসমূহের বিস্তারিত উত্তর দেন। নায়েব আমীর সাহেব তাকে বলেন, আপনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন। এরপর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠ করা শুরু করেন। ইসলামের মাহাত্ম্য তিনি জানতে পারেন। আহমদীয়াত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার বিষয়ে তিনি বুঝতে পারেন। পূর্বে তিনি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে মির্যা সাহেব বলতেন। অধ্যয়ন করার পর তিনি তাঁর (আ.) জন্য মসীহ্া শব্দ ব্যবহার করেন। এরপর তিনি আরও বেশি অধ্যয়ন করা শুরু করেন। এরপর তিনি ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকের আলবেনিয়ান অনুবাদ পাঠ করেন। এটি তিনি এত পছন্দ করেন, যে, দু-দুবার পুরো পুস্তক পাঠ করেন। এভাবে তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখেন। যেখানে তিনি (আ.) তাকে খিলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে বলেন। এরপর তিনি বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। এভাবে তিনি জামা'তের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করেন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কিত জামা'তী তফসীর পাঠ করেন। আর এখন আল্লাহ্র ফজলে তিনি নিষ্ঠাবান আহমদী।

তানজানিয়ার এক নারী বর্ণনা করছেন, প্রত্যহ রাতে আমার স্বপ্নে এক ব্যক্তি আসেন, আর আমাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, অতঃপর শান্তির নীড়ে প্রবেশ কর। আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখান। এ ছবি দেখে সে-ই নারী বলেন, তিনিই সে-ই ব্যক্তি যিনি প্রত্যহ আমার স্বপ্নে আসতেন। এরপর তাকে ইসলাম আহমদীয়াতের ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয়, সুতরাং তিনি বয়আত গ্রহণ করে জামা'তভুক্ত হন।

কিরগিস্তান রাশিয়ান দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত দেশ। সেখানকার একজন নারী বর্ণনা করছেন, আমি আমার দেশের প্রধান মুফতীর বয়ান শুনতাম। কিন্তু নামায পড়তাম না। একবার আমি লক্ষ্য করলাম আমার ভাই দ্বারার বেগ নামায পড়ার শুরু করেছেন। আর তার মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আসছে। আমি জানতে পারলাম তার এক বন্ধু আছে, যে আহমদী। আর সেই তাকে জামা'তের ব্যাপারে জানিয়েছে। একদিন আমার ভাই দাজ্জালের ব্যাপারে একটি ভিডিও দেখেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলে, তিনি দাজ্জালের তাৎপর্য আমাকে বুঝালেন। তখন আমি মনে করেছিলাম, আমার ভাই ভুল পথে আছে। কিন্তু তারপরও জামা'তের ব্যাপারে জানার আগ্রহ হল। কিছুদিন পর আমার ভাইয়ের

বন্ধু আমাকেও ইসলাম আহমদীয়াতের ব্যাপারে জানাতে শুরু করল। তিনি কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণ করেন, আহমদীয়াই সত্য পথ। এরপর আমার বিশ্বাস হল, ধর্ম কিচ্ছা কাহিনি নয় বরং সত্য বিষয়। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার ভাইয়ের সে-ই আহমদী বন্ধু আমাকে আহমদীয়া জামা'তে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর আমি আহমদী জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। আর এ বিষয়ের ওপর ঈমান আনয়ন করি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবই প্রকৃত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী।

ইন্দোনেশিয়ার একজন নওমোবাঈন; তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছিল আহমদীয়া জামা'ত পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। এজন্য আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশের পরিবর্তে এমন একটি জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হলাম, যারা সরকারের বিরোধিতা করত। এ জামা'তের আমীর গ্রেফতার হলে, আমি তার স্থলাভিষিক্ত যিনি ছিলেন, তার হাতেই বয়আত করি। সে সময় আমি ইস্তিখারা করলাম এবং এক বুযুর্গকে দেখলাম যিনি বলছিলেন, 'আমি মির্যা গোলাম আহমদ, আর আমিই ইমাম মাহদী। এ স্বপ্ন দেখার এক সপ্তাহ পর আমি আমার পূর্বের বয়আত ভঙ্গ করতে চাইলাম। কিন্তু তারা চাপ প্রয়োগ করতে লাগল যে, না! তোমাকে এখানেই থাকতে হবে, নতুবা তোমাকে হত্যা করা হবে। যাহোক, এর এক বছর পর, একজন আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে তবলীগ করেন। সে সময় আমি তাকে বললাম, যদি আমাদের ইমাম নবী হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই তার কিছু না কিছু দাবি আছে। তার দাবিগুলো আমাকে সরবরাহ করুন। এরপর তিনি আমাকে একটি পুস্তক দান করেন। সে রাতে আমি স্বপ্নে একটি মসজিদ দেখলাম যার ওপর 'আহমদীয়া' শব্দটি লেখা ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি এই মসজিদে প্রবেশ কর। তিনদিন পর আমার আহমদী বন্ধু আমাকে একটি বই দিল; যার নাম 'ইসলামী নীতি দর্শন'। যখন আমি বই খুললাম তখন দেখলাম এর শুরুতেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের ছবি। তার ছবি দেখে আমার মনে পড়ল, ইনি তো সেই বুযুর্গ যাকে পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর উক্ত বইটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করি, অতঃপর বয়আত করে ফেলি।

ইন্দোনেশিয়ার আরেকটি ঘটনা। সেখানে একজন যুবককে তবলীগ করা হলে সে তৎক্ষণাৎ বয়আত করে নেয়। যাওয়ার সময় কিছু বইপুস্তক নিয়ে যায়, তার সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবিযুক্ত একটি লিফলেটও ছিল। যখন সে বাসায় পৌঁছল, তার পিতা তাকে বলল, এগুলো কী? যুবক বলল, এ ছবিটি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর। আর আমি তার বয়আত করেছি। এ ছবি দেখে তার পিতাও বয়আত করে নেন।

মালিতে বসবাসকারী এক ব্যক্তি আদম সাহেব। তিনি খুবই আগ্রহ নিয়ে রেডিও শুনতেন। একদিন রেডিও শুনতে শুনতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। রেডিও আহমদীয়া শুনতে পছন্দ করতেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি দৌড়াচ্ছেন; আর দৌড়াতে দৌড়াতে একটি সুন্দর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে সব ধরনের ফুলফল আছে। এই বাগানের কোনায় তিনি মহানবী (সা.), তাঁর খলীফাগণ ও তার সাহাবাগণকে দেখতে পেলেন। যখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন, তিনি (সা.) ইশারা করে এক ব্যক্তির কথা বললেন। বললেন, তিনি ইমাম মাহদী; যাও আর তার হাতে বয়আত করো। এরপর তিনি বলেন, এ স্বপ্নের পরেও যদি আমি যুগ ইমামের হাতে বয়আত না করি তবে আমি তো মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের অস্বীকারকারী হয়ে যাব।

এখন, এসমস্ত নিদর্শন ও সত্য স্বপ্নগুলোর পরেও কী এটি বলা সম্ভব যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্যিকার ইমাম মাহদী নন! বরং তিনি তো সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, যার আগমনের সংবাদ মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন। যদি হৃদয় পরিষ্কার হয়, নেক ফিতরত হয়, তবে এই তথাকথিত ওলামার পিছনে চলার পরিবর্তে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা, আল্লাহ্ তা'লার কাছে সঠিক পথের দিশা কামনা করা আর বিরোধিতা করার পরিবর্তে সত্য অনুসন্ধান করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা সংকল্প করেছেন, তিনি এই সিলসিলাকে প্রসার দান করবেন; কে আছে, যে একে বাধাগ্রস্থ করতে পারে! তোমরা কি জান না, বাদশাহ সবকিছু করতে পারেন। তাহলে যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বাদশাহ, তিনি কীভাবে ক্লান্ত হতে পারেন। আজ থেকে ২৫ বছর বা এর চেয়েও পূর্বে খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, এমন সময় যখন কেউই আমার কাছে আসত না। বছরান্তে কোন পত্রও আমার কাছে আসত না। এমন অক্ষ্যাতির যুগে আমি যে দাবিসমূহ করেছি তা 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ ও ছাপানো আছে। আর এই পুস্তক বিরুদ্ধবাদীদের নিকট মজুদ আছে বরং হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের নিকটেও আছে, এছাড়া মক্কা-মদীনা ও কনস্টানিন্টিপোল পর্যন্ত পোঁছে গেছে। এটি খুলে দেখ, তখন খোদা তা'লা বলেছিলেন, 'ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক" ও "ইয়াতিনা মিন কুল্লি ফাজ্জীন আমীক।"

অর্থাৎ দূর দূরান্তের পথ হতে লোকজন তোমার কাছে আসবে। আর যে পথ ধরে তারা আসবে সে পথ গভীর হয়ে যাবে। অতঃপর

## যুগ ইমামের বাণী

**জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।**

**(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

বলেছেন: অধিক সংখ্যায় লোকজন আগমন করবে, এতে তুমি ক্লান্ত হয়ে যেও না। আর লোকজনের আধিক্যের কারণে কারও সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বসো না। কেননা যখন মানুষের আধিক্য বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ঘাবড়ে যায়, আর কোন কোন সময় বিরক্ত বোধ করে যা এক ধরনের অসৌজন্য আচরণের মত। তাই এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন আর বলেছেন, এতে ক্লান্ত হয়ো না। আর অতিথি আপ্যায়নের প্রতি মনোযোগী হবে। এগুলো এমন সময় বলা হয়েছিল যখন আমার কাছে কেউ আসত না। আর এখন তোমরা পর্যবেক্ষণ কর, তোমরা কত সংখ্যায় উপস্থিত আছ। এটি কত বড় নিদর্শন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার আলেমুল গায়েব হওয়া সাব্যস্ত হয়। এমন সংবাদ আলেমুল গায়েব ছাড়া আর কে-ই বা দিতে পারে। প্রকৃত মু'মিন যখন মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তখন সে আনন্দ পায়। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে, খোদা তা'লা বিদ্যমান। যিনি বাস্তব খবর প্রদান করেন। যাহোক, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ তা'লা অধিকহারে মেহমান আগমনের সংবাদ প্রদান করেন। কেননা তাদের আহারের জন্য অনেক জিনিসপত্রের প্রয়োজন ছিল। আর তাদের বসবাসের জন্য আবাসনের প্রয়োজন ছিল। এজন্য এর সাথেই ঘোষণা দিয়েছেন, 'ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক।' আজ আপনি যদি কাদিয়ানের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে অগণিত গেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে।

লক্ষ্য করুন! যে কাজ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন আর সংকল্প করে নিয়েছেন, তার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তিনি নিজের সে সমস্ত কাজের প্রতিপালক ও পরিচালক হয়ে যান। এ বিষয়টি মানুষের আয়ত্তের বাইরে যে, এমন দীর্ঘ সময় পূর্বে একটি ঘটনার সংবাদ প্রদান করা, যে সময়ের মধ্যে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজে পিতামাতায় পরিণত হয়। এটি খোদা তা'লার অলৌকিক নিদর্শন। এ বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাবে লেখা আছে, 'সত্যবাদীর নিদর্শন হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী। আর এটি অনেক বড় নিদর্শন যার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। কুরআন করীম থেকে জানা যায়, 'ঈমান বিচার-বিবেচনা ও মনোযোগের ফলে বৃদ্ধি পায়।' যারা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনের বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করে না, তাদের পদস্খলন হয়ে থাকে। এটি সত্য সাব্যস্ত বিষয়, মানুষ নিজের ঈমানের বিষয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লার কৃতকর্ম ও কুদরতসমূহ দর্শন না করবে। এই জামা'ত এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেন আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান বৃদ্ধি পায়। অন্য ধর্মাবলম্বীর মাঝে এই উৎসাহ ও শক্তি কোথায় যে তারা এমন তরতাজা নিদর্শন প্রদর্শন করবে। এ জামা'তের লোকেরা সাক্ষী, কত অধিক সংখ্যায় নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে থাকে। এটি একান্তই খোদা তা'লার কর্মপরিকল্পনা, অন্য কারও হস্তক্ষেপ এর মধ্যে নেই।

আজ আপনারা কাদিয়ানের জলসায় বসে আছেন, আর প্রত্যেকে যারা নিজ নিজ দেশে বসে এ জলসা শুনছেন, এ বিষয়ের সত্যায়ন করছেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রকৃত অর্থে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী, যিনি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমন করেছেন আর যার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন আছে ও থাকবে-ইনশাআল্লাহ্।

প্রত্যেক আহমদীর এই অঙ্গীকার করা উচিত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য, আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। নিজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থার যাচাই করতে থাকুন। অবস্থা উন্নত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান।

*******

## ১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

(৮ পাতার পর... )

করেন যে, তারা এ যাবত সারা বছরে কতগুলি অনুষ্ঠান করেছে।

প্রতিনিধি উত্তর দেন, এখন পর্যন্ত তারা তিনটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এছাড়াও বছরে দশ-বারোটি দল আমাদের কাছে আসে যাদেরকে আমরা প্রশিক্ষন দিই।

তিনি আরও বলেন, অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হল,দুবছর পূর্বে এখানে একটি সংগঠন ছিল যারা মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করত। এ বিষয়ে হুযুরের নিকট দোয়ার জন্য লেখা হয়েছিল। যারা পূর্বে আমাদের বিরোধিতা করত, তারাই এখন আমাদের পক্ষে কথা বলে, এমনকি সেই সংগঠনের সদর এম.টি.এ শোনার জন্য ডিশও লাগিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মাশাআল্লাহ্॥

এরপর হুযুর আনোয়ার একজন জার্মান সদস্যের কাছে জানতে চান যে, তিনি কোন জামাতের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই জামাতের সদস্য সংখ্যা কত? জার্মান ভদ্রলোক উত্তর দেন, তিনি ডেইটেন জামাতের সঙ্গে যুক্ত। এই জামাতটি এখান থেকে প্রায় ২৫০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। জামাতের সদস্য সংখ্যা ১৩০জন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, সেখানে আপনাদের কোন মসজিদ আছে? জার্মান সদস্য বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মাস দুয়েক পূর্বে আমরা নামায সেন্টারের জন্য একটি জায়গা ভাড়া নিয়েছি। জায়গাটি আমরা তৈরী করছি, যাতে সেখানে যে কোন জামাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে। এর আগে আমরা টাউন সেন্টারে একটি জায়গা ভাড়া নিয়ে সেখানে অনুষ্ঠান করতাম, এবং সেখানেই বিভিন্ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। আমরা নিয়মিত আশপাশের অঞ্চলে তবলীগি অনুষ্ঠান করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, অনুষ্ঠানগুলিতে সাধারণত কি ধরণের প্রশ্ন করা হয়? ভদ্রলোক উত্তর দেন, আজকাল মানুষ ইসরাঈল ও ফিলিস্তিন পরিস্থিতির উপর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চায়। এই সব এলাকায় জান্নাত' সম্পর্কেও মানুষ প্রশ্ন করে। এছাড়াও মানুষ পশ্চিমি সভ্যতার বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতে চায়। যেমন- বাক-স্বাধীনতার বিষয়ে ইসলামের মত কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: নীতিগতভাবে প্রশ্ন এটা হওয়া উচিত যে, পশ্চিমি সভ্যতায় সংঘটিত দ্রুত পরিবর্তনের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? কেননা আজকাল যা কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে তা পশ্চিমি সভ্যতা নয়। পাশ্চাত্যের সভ্যতায় এখন পরিবর্তন এসেছে এবং আরও দ্রুত তা পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই প্রশ্ন হওয়া উচিত যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ঘটে চলা দ্রুত পরিবর্তনের কারণ হিসেবে কোন বিষয়গুলিকে ইসলাম চিহ্নিত করে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশ্ন হল, সভ্যতা কি? বর্তমান যুগে সংস্কৃতিকে সভ্যতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। বর্তমান যুগের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ একশ বছর পুরোনো সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ থেকে অনেক আলাদা। বিভিন্ন ধরণের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন- বিদ্যুত, ইলেকট্রনিক্স, গণমাধ্যম ইত্যাদির দ্বারা সভ্যতা বোঝানো হয় না, বরং এগুলিতো মানব সভ্যতার প্রগতি ও বিবর্তনের অংশ। একশ বছর পূর্বে কি পাশ্চাত্য সভ্য মানব সমাজের অংশ ছিল না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাশ্চাত্য যখন একশ বছর পূর্বেও সভ্য ছিল, তখন তাদের পরিধান কেমন ছিল? তাদের নৈতিকতা কেমন ছিল? এই ধরণের প্রশ্ন এমন মানুষদেরকেও করা উচিত। এই বিষয়গুলি সেই যুগে বর্তমানের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ন্যায় মূল্যবোধ আজকের তুলনায় একশ বছর পূর্বে অনেক বেশি ছিল। আমরা একথা বলতে পারি না যে, এই মূল্যবোধ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। যদি ইসলাম কুরআন করীম এবং রসুল করীম (সা.)-এর হাদীস অনুসারে এই মৌলিক মূল্যবোধকে নিজের মধ্যে সংরক্ষিত করতে চায়, তবে এর অর্থ মোটেই এমনটি নয় যে, ইসলামের কোনও সভ্যতা নেই, কিম্বা ইসলাম বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের এখানে অনেক উকিল আছেন এবং অন্যান্যরাও আছেন যারা পাশ্চাত্যের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন। যদি এটাই পাশ্চাত্য সভ্যতা হয়ে থাকে, তবে এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমরা ইতিপূর্বেই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। যদি তারা বলে,তাদের সভ্যতা ইসলামী শিক্ষার উপর অনুশীলনে অন্তরায় সৃষ্টি করছে বা কিছু এমন কাজ করতে বাধ্য করছে যা আপনি করতে চান না,তবে এটা সভ্যতা নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: দেখুন, আপনি যে পোশাক পরেছেন সেটা প্রায় সেই পোশাকই যা পশ্চিমারা পরে থাকে। আপনি শিক্ষার্জন করছেন সেটি সেই শিক্ষা যা পশ্চিমারাও করছে। তাই পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আপনি যৌবনে ইসলাম তথা আহমদীয়াতকে গ্রহণ করেছেন। (চলবে..)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 11 Sep 2025 Issue No.37

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সব তথ্য একত্র করলে দেখা যায়, প্রায় ১০০ মিলিয়ন (তথা ১০ কোটি) মানুষের কাছে জলসার বার্তা পৌঁছেছে। কিছু প্রসিদ্ধ মিডিয়া আউটলেট রয়েছে, যেমন- আইটিভি, এলবিসি, দি টাইমস, দি গার্ডিয়ান, টেলিগ্রাফ, ডেইলি মেইল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বিবিসি, আল-আরাবী টুয়েন্টি ওয়ান, ডেইলি এক্সপ্রেস, লন্ডন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড এবং নিউ আরব-ও রয়েছে। আর এভাবে আরো অনেক মিডিয়াতেও এই সংবাদ পৌঁছে গেছে।এমটিএ আফ্রিকার বিভিন্ন চ্যানেলে আমার ভাষণ প্রচারিত হয়েছে এবং জলসার সম্প্রচার দেখে পঞ্চাশের অধিক বন্ধু বয়আত গ্রহণ করেছেন। জলসার প্রোগ্রাম প্রায় বাইশটি জাতীয় ও আঞ্চলিক টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে। মোট তিনশ চার ঘণ্টার সম্প্রচারে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন (তথা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ) মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

জলসা সম্পর্কে বিভিন্ন রেডিও চ্যানেলে একানব্বইটি রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৬ মিলিয়ন (তথা ১ কোটি ৬০ লক্ষ) মানুষের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছেছে। এছাড়া তারা বলছেন, বিভিন্ন মিডিয়া আউটলেট এবং অন্যান্য মাধ্যমে ৪৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন (তথা ১৫ কোটি) মানুষের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছেছে।

এমটিএ আফ্রিকার প্রভাব সম্পর্কে মালীর একটি এলাকার মোবাল্লেগ লিখেছেন, জলসার তৃতীয় দিন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখেছি। তিনি বলছেন, সকাল বেলা ঝুম বৃষ্টি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আজ মসজিদে কেউ আসবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বয়আতের কিছুক্ষণ পূর্বে কয়েকজন আহমদী বন্ধু , যাদের মাঝে কয়েকজন নও মোবাঈনও ছিল- পায়ে হেঁটে এবং বাইসাইকেলে মসজিদে আসে। তারা পুরো ভেজা অবস্থায় ছিল। তখন মোবাল্লেগ সাহেব তাদের বলেন, আপনারা ঘরে বসে রেডিওতে শুনতে পারতেন, এত বৃষ্টির মাঝে আসলেন! তখন একজন নও মোবাঈ উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমরা ঘরে বসে শুনতে পারতাম; কিন্তু যুগ-খলীফাকে নিজ চোখে দেখতে পারতাম না। এর মাঝে যে আনন্দ রয়েছে- তা আর কিছুতে নেই। আর আন্তর্জাতিক বয়আতের জ্যোতি ও কল্যাণ থেকে আমি বঞ্চিত থাকতে চাচ্ছিলাম না, তাই বৃষ্টিতে ভিজে হলেও আমি মসজিদে চলে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধি দান করতে থাকুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, যা গাজানিবাসী মোকাররম আব্দু ল করীম ওদে সাহেবের। কয়েকদিন পূর্বে তিনি ইসরাঈলী বাহিনীর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মরহুমের ভাই বলেন, তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। বিবাহিত ছিলেন। চার কন্যা ও দুই ছেলে ছিল তার। বড়ো ছেলের বয়স ১৬ বছর এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স আড়াই বছর। গাজা উপত্যকার জামালিয়া এলাকায় তিনি বাস করতেন। তিনি একটি রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। একাদশ শ্রেণির পর পা রবারের ব্যয় নির্বাহের কাজে পিতাকে সাহায্য করার জন্য নিজ পিতার সাথে ভবন -নির্মাণ কাজে যোগ দেন। মোট এগারো ভাই-বোনের মাঝে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। এরপর তিনি একটি লোহার ওয়ার্কশপ শুরু করেন যেটি এই যুদ্ধের সময় ইসরাঈলী আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। ২০১৩ সালে নিজ ভাইয়ের মাধ্যমে জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারেন। তখন তিনি বয়আত করেন। জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখতেন। অত্যন্ত কর্মঠ এবং খাঁটি মানুষ ছিলেন। জামা'তের সাথে সম্পর্কের কারণে গাজার নিরাপত্তা বিভাগ তাকে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি তার বিশ্বাস পরিবর্তন করেন নি, জামা'ত পরিত্যাগ করেন নি, বরং জামা'তের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

২০২৫ সালে এই দখলদার বাহিনী তার বাড়ি গুঁ ড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। গা জা উপত্যকার চলমান দুর্ভিক্ষের পর মরহুম ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে যান। তখন এক সেনা সদস্য যখন আটা প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী নেবার জন্য ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় তখন সেখানে ভিড় লেগে যায়। এই ভিড় ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর নিকটবর্তী এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন ইসরাঈলী সেনারা তাদের তথা নিরীহ মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। তার ভাই বলছেন, আমার ভাইয়ের নিকটে একজন ব্যক্তি আহত হয় আর আমার ভাই তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তখন একটি গুলি আমার ভাইয়ের বুকে এসে লাগে। তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। বলা হয়েছে, আমার ভাই যে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য নিজে শহীদ হন- তিনি বলেন, আমার ভাই শাহাদাতের পূর্বে তিন বার কলেমা পড়েন এবং মহানবী (সা.) ও নবীদের আদর্শের ওপর মৃত্যুবরণ করেন। আমি এ বিষয়ে প্রশান্তি পাচ্ছি যে, তার মৃত্যু মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়ত এবং ইমাম মাহদীর বয়আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হয়েছে। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি নিষ্ঠাবান এবং সৎ প্রকৃতির মানুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ডাক্তার হাফিয সাহেব, যিনি যুক্তরাজ্য হিউম্যানিটি ফার্স্টের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন - তিনি বলেন, ২০২১ সালের নভেম্বরে জামা'ত সফরের ধারাবাহিকতায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের সফরের অধীনে যখন গাজায় যাই তখন সেখানে আব্দুল করীম সাহেবের সাথে দেখা হয়। আমি তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ আহমদী মুসলমানরূপে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদের নিজ নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন। (আল ফজল ইন্টারন্যাশন্যাল, ২২ আগস্ট, ২০২৫)

**** **** ****

## নুর হাসপাতাল (কাদিয়ান)-এর জন্য একজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার চাই

### শিক্ষাগত যোগ্যতা / অভিজ্ঞতা

(১) কম্পিউটারে কমপক্ষে **UG/PG** ডিগ্রি থাকতে হবে। (২) আপাতকালীন পরিস্থিতিতে কম্পিউটারের সমস্যা নিজে থেকেই সমাধান করার জন্য **Coding and Syntax+ Semantics** এর জ্ঞান থাকতে হবে। (৩) **Coding and Software Development** এর বিষয়ে অন্ততপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। (৪) প্রত্যাশীর বয়স ত্রিশের অধিক যেন না হয়। (পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে) (৫) প্রত্যাশীকে শারিরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও ভদ্র, রুগী ও সহকর্মীদের প্রতি সদয় হতে হবে।

### জরুরী নির্দেশনা:

(১)ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (২) প্রত্যোশী নিজের আবেদন ফর্ম পূর্ণ করে জেলা আমীর/ স্থানীয় আমীর/ সদর জামাত/ সদর জামাত/ মুবাল্লিগ ইনচার্জ-এর সত্যায়ন ও স্বাক্ষরিত মোহর সহ নীচে দেওয়া ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। (৩) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৪) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৫) ইন্টারভিউয়ের সময় আসল সার্টিফিকেটগুলি সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

**(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)**

**বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)**

**Nazarat Deewan, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian, Gurdaspur, Punjab, Pin-143516**

**Phone: 01872-501130, Mobile: 9682587713, 988232530, 09682627592 [ Email-diwan@qadian.in]**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir